নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮ বর্ষ ০৩, সংখ্যা ০৮

বন্দর বার্তা

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর মাসিক প্রকাশনা

বহির্নোঙর
আমদানি বাণিজ্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র

দুই মাসের ব্যবধানে চট্টগ্রাম বন্দরে যুক্ত হলো ছয়টি ‘কি গ্যান্ট্রি ক্রেন’

মোংলা বন্দরের ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে নেপালে পণ্য রপ্তানি শুরু

বন্দরে আমদানি পণ্যের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা নিশ্চিতের তাগিদ

‘নাবিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ’ অধিকার জোরদার হচ্ছে এশিয়ায়

নকল পণ্য পরিবহন বন্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে মেরিটাইম কমিউনিটি

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮
বর্ষ ০৩, সংখ্যা ০৮

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর মাসিক প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ
(ই), পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
সাদেকা বেগম
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
রাকিব হাসান

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
উজ্জল আহমেদ
আবিদা হাফসা

ব্যবস্থাপনা
হাবিবা ইয়াসমিন

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কন্টেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

এনলাইটেন ভাইবস
বাড়ি ৪, সড়ক ৭/বি, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০১৫৫২ ৩৫৫ ৫২০
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্থিতি নিয়ে উন্নত দেশের কাতারে যোগ দিতে সামগ্রিকভাবে মেরিটাইম খাতে সবিশেষ জোর দেওয়ার বিকল্প নেই

সূর্য কখন পশ্চিমে ঢলে মশালের মতো ভেঙে
লাল হয়ে উঠে সমুদ্দুরের ভিতরে নিভছে গিয়ে;
সে যে রোজ নিভে সকলেই জানে, তবু
আজো ডুবে যায় সময়মতন সকলের অজানিতে।

–জীবনানন্দ দাশ

নতুন বছরের সূর্যকে আমন্ত্রণ জানাতে এভাবেই কালের পরিক্রমায় পাড়ি দিতে যাচ্ছি আরও একটি বছর। বাংলাদেশের মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট খাতগুলোর জন্য বছরটি ছিল ঘটনাবহুল। সমৃদ্ধ আগামী বিনির্মাণের পথে দীর্ঘ মেয়াদের বেশ কিছু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্রতী রয়েছে সরকার। বছরজুড়ে বন্দর ও এর হিন্টারল্যান্ড কেন্দ্রিক অবকাঠামো এবং গভীর সমুদ্র বন্দরের সুবিধাসমৃদ্ধ পায়রা ও মাতারবাড়ি বন্দরের নির্মাণের কাজ এগিয়ে গেছে দ্রুত গতিতে। পাশাপাশি, সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক ইইজেড-এসইজেড-ইপিজেড গড়ে তুলছে সরকার। বেশ কিছু মাইলফলক অর্জন করেছি বছরটিতে–আমরা এলএনজি যুগে প্রবেশ করেছি, পতেঙ্গা টার্মিনালের কাজ শুরু হয়েছে, বে টার্মিনাল নির্মাণে জমি অধিগ্রহন সম্পন্ন হয়েছে। বন্দরের বহরে সংযুক্ত হয়েছে ছয়টি কি গ্যান্টি ক্রেন ও একটি রেল মাউন্টেড গ্যান্টি ক্রেনসহ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে যুক্ত হয়েছে তিনটি জাহাজ। ক্রমোন্নয়নের ধারায় লয়েড'স লিস্টের সেরা কনটেইনার বন্দরের তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দর এ বছর ৭০তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে।

বিগত অর্থবছরে প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলারের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ছিল আমাদের। এ বিশাল পরিমাণ বাণিজ্যের প্রায় ৮২ ভাগ পণ্য পরিবহন হয়েছে সমুদ্রপথে। আর সমুদ্র বাণিজ্যের প্রায় পুরোটাই সম্পন্ন হয় মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে। দুই বন্দরের মধ্যে পণ্য পরিবহনে চট্টগ্রাম বন্দরের অংশীদারিত্ব প্রায় ৯০ শতাংশ। দেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দরকেন্দ্রিক জাহাজ চলাচলও বেড়েছে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমানে বছরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার জাহাজ হ্যান্ডল করছে চট্টগ্রাম বন্দর। তবে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় হওয়া চট্টগ্রাম বন্দরকে কিছু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে। খরস্রোতা এবং জোয়ার-ভাটা নির্ভর কর্ণফুলী চ্যানেলের গভীরতা তারতম্যের কারণে যেকোনো ড্রাফটের জাহাজ বন্দরের জেটিতে ভিড়তে পারে না। কর্ণফুলী চ্যানেলের জন্য ড্রাফটের সর্বোচ্চ সীমা ৯.৫ মিটার। ফলে এর বেশি ড্রাফটের জাহাজগুলোকে অপেক্ষা করতে হয় বহির্নোঙরে। বিশ্বের বিভিন্ন বন্দর থেকে পণ্যবাহী সকল বাণিজ্যিক জাহাজকে পণ্য খালাসের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে অবস্থান করতে হয়। কখনো বন্দর চ্যানেলের নির্ধারিত ড্রাফট নিশ্চিত করতে জাহাজের আংশিক পণ্য খালাস করতে হয় লাইটারিং অর্থাৎ ছোট ছোট জাহাজে পণ্য খালাসের মাধ্যমে। অন্যদিকে, বড় মাদার ভেসেলের সব পণ্যই বহির্নোঙরে খালাস হয়ে যায়। কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পুরোটা বন্দরের জেটিতে হলেও, বন্দরের মোট পণ্য হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের প্রায় অর্ধেক হয়ে থাকে বহির্নোঙরে। আর এককভাবে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে বহির্নোঙরের অংশীদারিত্ব প্রায় ৭০ ভাগ। বহির্নোঙরের আদ্যোপান্ত নিয়ে থাকছে এবারের বন্দরবার্তার মূল আয়োজন।

প্রিয় পাঠক, বছরজুড়ে সরকার এবং অন্যান্য মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর এ খাতের ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রকাশনা ছিল চোখে পড়ার মতো। নীতিনির্ধারক মহলও অনুধাবন করে যে, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্থিতি নিয়ে উন্নত দেশের কাতারে যোগ দিতে সামগ্রিকভাবে মেরিটাইম খাতে সবিশেষ জোর দেওয়ার বিকল্প নেই। এ খাতে ব্যাপক সুপরিকল্পিত বিনিয়োগ ও দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সবাইকেই দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। সেজন্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সর্বস্তরে মেরিটাইম সচেতনতা বৃদ্ধি। মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খবরাখবর এবং মতামত প্রকাশ করে সেই প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ সারথী হিসেবে কাজ করে চলেছে বন্দরবার্তা।

বছরজুড়ে সাথে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা, সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রমধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে চট্টগ্রাম বন্দর। দেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক জাহাজ চলাচলও বেড়েছে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। আর বন্দরের পণ্য হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের প্রায় অর্ধেক হয়ে থাকে বহির্নোঙরে। এককভাবে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে বহির্নোঙরের অংশীদারিত্ব প্রায় ৭০ ভাগ।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৭
- দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগাতে হবে: প্রধানমন্ত্রী
- দুই মাসের ব্যবধানে বন্দরে যুক্ত হলো ছয়টি 'কি গ্যান্ট্রি ক্রেন'
- চট্টগ্রামের ১৭ প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী
- মোংলা বন্দরের ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে নেপালে পণ্য রপ্তানি শুরু
- চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারে ভারতের সাথে চুক্তি
- বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরী সমুদ্রবন্দরে বিনিয়োগ করবে জাপান
- কর্ণফুলীতে ১০ কিলোমিটার ড্রেজিং করবে পাউবো
- আমদানি পণ্যের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা নিশ্চিতের তাগিদ
- জাহাজ নোঙরে নতুন নিয়ম বহির্নোঙরে
- 'ঈগলরেল ওভারহেড কনভিয়ান্স সিস্টেম' চালুর উদ্যোগ বন্দরে
- বঙ্গোপসাগরে তেল খালাসের এসপিএম তৈরির কাজ শুরু এ বছরেই
- বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৬৭ একর জমি বুঝে পেল বন্দর কর্তৃপক্ষ
- দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে বাংলাদেশ-নেপাল সম্মতি
- বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্য বাড়াতে সিতওয়েতে নতুন বন্দর
- ইন্দো-বাংলা সম্পৃক্ততা বাড়ছে

সরেজমিন ▪ ০৯

ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৬

গ্রন্থ পরিচয়: *দ্য লাস্ট গ্রেইন রেস*

বন্দর পরিচয়: *গুয়াংজু বন্দর*

বুদ্ধি বাড়ে: *কে তিনি?*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১০
- বৈশ্বিক উষ্ণতা সীমা ১.৫ ডিগ্রিতে রাখতে বড় পরিবর্তন প্রয়োজন
- 'নাবিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ' অধিকার জোরদার হচ্ছে এশিয়ায়
- নন-কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি তেল পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা
- নকল পণ্য পরিবহন বন্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে মেরিটাইম কমিউনিটি
- দ্বিতীয় মেয়াদে আইএমও'র মহাসচিব কিতাক লিম
- নাবিকদের প্রশিক্ষণ মডিউল পরিমার্জন প্রয়োজন
- নাবিকদের মজুরি বাড়াতে চুক্তি
- ১৩০ কোটি ডলারের বন্দর প্রকল্পে সম্মত মিয়ানমার ও চীন
- কর্মী ছাঁটাই করবে দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ তিন জাহাজ নির্মাতা
- বিশ্বের প্রথম মেরিটাইম সাইবার সেন্টার অব এক্সিলেন্স চালু
- জাহাজ নির্মাণে নতুন কৌশল উদ্ভাবন
- দ. কোরিয়ার জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভর্তুকি নিয়ে জাপানের অভিযোগ
- নেপালকে সংযুক্ত করে রেলপথ নির্মাণ করছে চীন
- প্রথম নারী ক্যাপ্টেন নিয়োগ বিডব্লিউ এলএনজির
- গ্যাসীয় জ্বালানিই একমাত্র সমাধান

১৮

বাণিজ্যের ৭২ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর ও অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষের তথ্য থেকে আমদানি-রপ্তানির চিত্র:

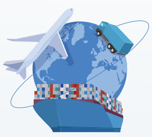

সমুদ্রপথ, স্থল ও আকাশপথে মোট ১১,৭৫,০০,০০০ টন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়েছে

১১টি স্থল বন্দর দিয়ে পরিবাহিত হয়েছে ২,১১,০০,০০০ টন পণ্য যা আমদানি-রপ্তানির ১৮%

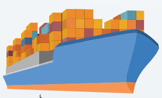

৭২.৪০% বা ৮,৫০,০০,০০০ টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে

৯৭,০০,০০০ টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে মোংলা বন্দর দিয়ে, যা মোট আমদানি-রপ্তানির ৮.২৭%

৩,৭০,০০০ টন পণ্য আকাশপথে পরিবাহিত হয়েছে

নৌ প্রটোকলের আওতায় ভারতে পণ্য আনা-নেওয়া হয়েছে ১২,১৯,০০০ টন

১৭

মুখর বন্দর

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগাতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত অক্টোবরে দ্বিতীয় সাউথ এশিয়া মেরিটাইম অ্যান্ড লজিস্টিকস ফোরাম ২০১৮-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নৌপরিবহন খাতে দক্ষিণ এশিয়ার রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনায় খাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব।"

০৮

শোক ও স্মরণে

স্মৃতিপটে উজ্জ্বল মানুষ

এই সময়ে একজন বাহার যেন একখানা ঝকঝকে তরবারি-পরশুরামের কুঠার; চারপাশের ঔদ্ধত্য ও পতনের বিরুদ্ধে খাঁটি ধাতুর ঝিলিক তুলে জানান দিচ্ছিল-না, খাঁটি মৌলিক মানুষ এখনো শেষ যায়নি। গত দেড় বছর আমরা প্রতিদিন পাশাপাশি বসে কাজ করেছি, কত পরিকল্পনা, কত সমস্যার সমাধান নিয়ে ভেবেছি। সেদিনও তো দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ফুলকিতে ছিলেন, শিশুদের পুরস্কার দিয়েছেন। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সে মানুষটি নেই তা ভাবা এবং মানা কঠিন।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে
৫১.৫৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে
আর রপ্তানি হয়েছে ৩৬.৬৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য

এককভাবে
প্রায় ৭০ ভাগ কার্গো
হ্যান্ডলিংয়ে অংশীদারিত্ব বহির্নোঙরের

বহির্নোঙর: আমদানি বাণিজ্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র

ওমর ফারুক ইমন

বাংলাদেশের অর্থনীতি গত ১০ বছরে ইতিবাচক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.০৫ থেকে ৭.৮৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ সূচকে ভর করে বিস্তৃত হয়েছে অর্থনীতি। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৫১ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি হয়েছে আর রপ্তানি হয়েছে ৩৬ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলারের পণ্য। এ বিশাল পরিমাণ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৮২ ভাগ পণ্য পরিবহন হয়েছে সমুদ্রপথে। মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর নির্ভর করে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য। দুই বন্দরের মধ্যে পণ্য পরিবহনে চট্টগ্রাম বন্দরের অংশীদারিত্ব প্রায় ৯০ শতাংশ। দেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধির সাথে সাথে চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক জাহাজ চলাচলও বেড়েছে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পণ্যবাহী জাহাজ আসার পরিমাণ ছিল ৩,০৯২টি, সেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাহাজের আগমন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,৬৬৪টিতে। জোয়ার-ভাটা নির্ভর কর্ণফুলী চ্যানেলের গভীরতা তারতম্যের কারণে কনটেইনার ও পণ্যবাহী জাহাজকে বন্দর কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত ড্রাফট মেনেই চ্যানেলে প্রবেশ করতে হয়। ফলে ৯.৫ মিটারের বেশি ড্রাফটের (জাহাজের পানির নিচের অংশের গভীরতা) জাহাজ বন্দরের চ্যানেলে প্রবেশ করতে পারে না, অপেক্ষা করতে হয় বহির্নোঙরে। বন্দরে চ্যানেলে প্রবেশের জন্য এবং পণ্য লাইটারিংয়ের জন্য উপকূলের যে অংশে জাহাজ নিরাপদে অবস্থান করতে পারে সে অঞ্চলই বহির্নোঙর। বিশ্বের বিভিন্ন বন্দর থেকে পণ্যবাহী সকল বাণিজ্যিক জাহাজকে পণ্য খালাসের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে অবস্থান করতে হয়। বন্দর চ্যানেলের নির্ধারিত ড্রাফট নিশ্চিত করতে জাহাজের আংশিক পণ্য খালাস করতে হয় লাইটারিংয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ ছোট ছোট জাহাজে পণ্য খালাসের মাধ্যমে। মাদার ভেসেলের সব পণ্যই বহির্নোঙরে খালাস হয়ে যায়। বন্দরের পণ্য হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের প্রায় অর্ধেক হয়ে থাকে বহির্নোঙরে! অবশিষ্ট হ্যান্ডলিং হয় বন্দরের জেটিতে। আর এককভাবে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ে বহির্নোঙরের অংশীদারিত্ব প্রায় ৭০ ভাগ।

আলফা-ব্র্যাভো-চার্লি

আঁকাবাঁকা গতিপথ আর জোয়ারভাটা নির্ভর কর্ণফুলী নদীর মোহনা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর এলাকা পশ্চিম দিকে ব্যাসার্ধ আকারে ৭.৫ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনটি অ্যাংকরেজ বা নোঙর এলাকা নিয়ে বহির্নোঙর। এগুলো আলফা (এ), ব্র্যাভো (বি) এবং চার্লি (সি) নামে চিহ্নিত। বহির্নোঙরের একেবারে উত্তরের অংশটি অ্যাংকরেজ ‘এ’ (আলফা)। অ্যাংকরেজ ‘এ’ এবং অ্যাংকরেজ ‘সি’ এর মাঝের অংশটি অ্যাংকরেজ ‘বি’ হিসেবে চিহ্নিত। ২৪ ঘন্টার মধ্যে বন্দরের জেটিতে যেসব জাহাজ আসবার জন্য কর্ণফুলী চ্যানেলে প্রবেশ করবে এমন জাহাজ এই অ্যাংকরেজে অপেক্ষমাণ থাকে। অ্যাংকরেজের সবচেয়ে দক্ষিণের অংশটি অ্যাংকরেজ ‘সি’। বহির্নোঙর তিনটি অ্যাংকরেজে শতাধিক জাহাজ ভিড়তে পারে। এর মধ্যে চার্লি অ্যাংকরেজে ৮ থেকে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ, ব্র্যাভো অ্যাংকরেজে ৯ থেকে ১০.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এবং আলফা অ্যাংকরেজে ১০.৫ থেকে ১২.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ নোঙর করে। ড্রাফট বেশি হওয়ার কারণে বেশিরভাগ জাহাজের ক্যাপ্টেন আলফা অ্যাংকরেজকে বেছে নিতে চায়। কুতুবদিয়া গভীর সাগরে সবচেয়ে বেশি ড্রাফটের জাহাজ আসে। সেখানে ১৩ থেকে ১৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নোঙর করার পর ছোট বা লাইটার জাহাজে কিছু পণ্য নামিয়ে জাহাজের ড্রাফট কমানো করা হয়। এরপর জাহাজগুলো বন্দরের বহির্নোঙরে পৌঁছে।

একসময় চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর এলাকা ছিল উপকূল থেকে ৫ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত। বন্দরে জাহাজ আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি করে ৭.৫ নটিক্যাল মাইল করা হয়। গত কয়েক বছরের ব্যবধানে জাহাজ আসার পরিমাণ বছরে সাড়ে তিন হাজার অতিক্রম করেছে। এ ছাড়া মাতারবাড়ি ঘিরে এলএনজি টার্মিনাল, জাইকার উদ্যোগে নির্মাণাধীন মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দর, আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মিরসরাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ঘিরে পণ্যবাহী জাহাজ ভিড়ানোর সুবিধার্থে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর এলাকা ৭.৫ নটিক্যাল মাইল থেকে সাড়ে ছয় গুণ বৃদ্ধি করে ৫০ নটিক্যাল মাইল করার পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরের নরম কাদাসমৃদ্ধ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে
৮,৫০,৪৭০০০ মেট্রিক টন পণ্য হ্যান্ডলিং হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে
বহির্নোঙরে খালাস হয়েছে ৪,৩৯,৮৯,০০০ মেট্রিক টন

প্রায় ১,৪৫০টি
লাইটার/বার্জ/ট্যাংকার কাজ করছে
চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে

তলদেশ প্রাকৃতিকভাবে দুর্বল প্রকৃতির। ঘন্টায় ৬-৭ নটিক্যাল মাইলের শক্তিশালী জোয়ারের প্রভাবে বহির্নোঙর এলাকায় চলাচল এবং নোঙর করতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় জাহাজের পাইলট ও নাবিকদের। বিশেষ করে জোয়ারের সময় বহির্নোঙরের অন্য কোনো জাহাজ অতিক্রম না করা, ইঞ্জিন চালু রাখা, জরুরি প্রয়োজনে ছয় নটিক্যাল মাইল বেগে চলাচল, চ্যানেলের প্রবেশ পথে অবস্থান না করা, দুই থেকে তিন বার জোয়ারের পর নোঙরের অবস্থান যাচাই করা এবং ড্রাফট অনুযায়ী নোঙর করার নির্দেশনা রয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষের। দুর্ঘটনা এড়াতে পোর্ট রেডিও কন্ট্রোল থেকে জাহাজ চলাচল এবং অবস্থানের নির্দেশনা দেওয়া হয় পাইলটদের। এ ছাড়া মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এবং মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দ্রুত আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রবণতা যেমন: ঝড়, বৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখে চলাচল করতে হয় পাইলটদের।

পণ্য লাইটারিংয়ে মাদার ভেসেল এবং লাইটার ভেসেলকে পাশাপাশি অবস্থান করতে হয়। দুই জাহাজের সার্বক্ষণিক যোগাযোগের পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন লাইটারিং নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা রাখতে হয় প্রয়োজনীয় ফেন্ডারিংয়ের (মুরিং দড়ি, পুরোনো টায়ার) যাতে জোয়ার এবং ঢেউয়ের প্রভাবে সৃষ্ট দুলুনিতে মাদার ভেসেল এবং লাইটার জাহাজের মধ্যে কোনো ধরনের সংঘর্ষ না ঘটে।

অর্ধেক পণ্যই হ্যান্ডলিং হয় বহির্নোঙরে!

চট্টগ্রাম বন্দর কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিসংখ্যানে পৃথিবীর শতেক বন্দরকে পেছনে ফেলে লয়েড'স লিস্টে ৭০তম স্থানে অবস্থান করছে। কিন্তু কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিসংখ্যান ও প্রবৃদ্ধি সবসময় আলোচিত হলেও চট্টগ্রাম বন্দর এর পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ খোলা পণ্যও হ্যান্ডলিং করে, যা সামগ্রিক পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের প্রায় অর্ধেক। আর এই খোলা পণ্য বা কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের বেশিরভাগ হয় বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃত জলরাশিতে, জনমানুষের চোখের আড়ালে। বন্দরের জেটির মতো ক্রেনের সাহায্যে পণ্য বা কনটেইনার ওঠানামা এবং ট্রাক, কাভার্ডভ্যান কিংবা লরির চলাচল দৃশ্যত নজরে না আসলেও জাহাজ থেকে জাহাজে (শিপ টু শিপ অর্থাৎ এসটিএস) খালাস হয়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টন পণ্য।

আমরা কিছু তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেখলেই এটি বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারবো। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিং হয়েছে ৮ কোটি ৫০ লাখ ৪৭ হাজার মেট্রিক টন। এরমধ্যে বহির্নোঙরে খালাস হয়েছে ৪ কোটি ৩৯ লাখ ৮৯ হাজার মেট্রিক টন পণ্য যা কিনা মোট হ্যান্ডলিংয়ের ৫২ শতাংশ।

আর্থিক বছর	বাল্ক কার্গো এবং কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	বহির্নোঙরে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	বহির্নোঙরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের হার (%)
২০১৩-১৪	৪,৭২,৯৮,৫৪৭	২,১১,২৯,৭৬০	৪৪%
২০১৪-১৫	৫,৪৭,৮১,৩৯২	২,৪৯,২৮,০৬১	৪৫%
২০১৫-১৬	৬,৪২,৯৬,৪২০	৩,০৮,৪৬,২৪২	৪৭%
২০১৬-১৭	৭,৩১,৭৪,০৪৪	৩,৬৩,২৯,১৩০	৪৯%
২০১৭-১৮	৮,৫০,৪৭,৯১২	৪,৩৯,৮৯,৩২২	৫২%

বিগত কয়েক আর্থিক বছরের বাল্ক কার্গো এবং কনটেইনার হ্যান্ডলিং এর পরিসংখ্যান

বহির্নোঙরে খালাস হওয়া পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গম, ভুট্টা, চিনি, সিমেন্ট ক্লিংকার, স্ক্র্যাপ স্টিল ও কয়লা। গত অর্থবছরে খাদ্যশস্য যেমন চাল, ডাল ও গম আমদানির ১৭ শতাংশ বহির্নোঙরে খালাস হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দেশের চাহিদার সিংহভাগ সার ও জ্বালানি তেল বহির্নোঙর থেকে খালাস হয়ে লাইটারে বাহিত হয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষকের হাতের নাগালে পৌঁছে যাচ্ছে।

কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর জন্য আমদানিকৃত কয়লার প্রায় শতভাগ বন্দরের বহির্নোঙরে খালাস করা হয়। দেশের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল, এলএনজি ও ভোজ্য তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর থেকে নিশ্চিত করা হয়। বহির্নোঙরকে দেশের জ্বালানি সরবরাহের কেন্দ্রস্থল হিসেবে উল্লেখ করা যায়। বর্তমানে দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, মাতারবাড়ি টার্মিনাল, ১০০টি ইকোনমিক জোন, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেলসমেত প্রায় সব প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির ৮০ ভাগ বন্দরের বহির্নোঙর হতে খালাস হয়ে থাকে।

২০১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরে বাল্ক বা খোলা পণ্যবাহী জাহাজ আগমনের সংখ্যা ছিল ২,০৫০টি, এর মধ্যে বহির্নোঙরে খালাস হয়েছে ১,৫০১টি জাহাজের পণ্য।

বহির্গমন জাহাজের (বাল্ক) পরিসংখ্যান

বছর	বহির্গমন জাহাজের সংখ্যা	বহির্নোঙরে হ্যান্ডলকৃত জাহাজের সংখ্যা
২০১৬	১,৭৪৪	১,০৮০
২০১৭	১,৯১৬	১,৩২৭
২০১৮ (নভেম্বর পর্যন্ত)	২,০৫০	১,৫০১

জাহাজ থেকে জাহাজে পণ্য হ্যান্ডলিং

পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের বিশাল কর্মযজ্ঞের সাথে জড়িয়ে আছে রয়েছে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান। যাদের নিরলস পরিশ্রম চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে সাথে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। বন্দরের জেটিতে বার্থ ও টার্মিনাল অপারেটররা পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের কাজ করছে তেমনি বহির্নোঙরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করছে শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর। বহির্নোঙরে পণ্য খালাসের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়োজিত ৩০টি শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর কাজ করছে। এরা পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য বন্দর কর্তৃক নিয়োজিত হয়ে থাকে। হ্যান্ডলিংয়ের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে প্রায় ১,৪৫০টি লাইটার/বার্জ/ট্যাংকার কাজ করছে।

বহির্নোঙরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের পুরোটাই করে শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর। মাদার ভেসেল থেকে পণ্য লাইটারিংয়ের সর্বশেষ তথ্য বার্থিং মিটিংয়ে উপস্থাপন করতে হয় সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট ও শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরকে। কাস্টমস ও বন্দরের ডিটিএম (অপারেশন) এবং মেরিন বিভাগ পুরো প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করে। ডিটিএম (অপারেশন) এর দপ্তর থেকে লাইটারিংয়ে প্রাপ্য রেভিনিউ প্রাপ্তির বিষয়টিও নিশ্চিত করা হয়।

বন্দরের জেটির মতো শীত, গ্রীষ্ম কিংবা বর্ষায় ২৪ ঘন্টা হ্যান্ডলিং কার্যক্রম চলে বহির্নোঙরেও। তবে বর্ষাকালের বৈরী অবহাওয়ায় সাগর যখন উত্তাল থাকে তখন সাময়িক বন্ধ থাকে পণ্য খালাসের কাজ। বন্দরের জেটিতে জাহাজ ভিড়িয়ে পণ্য খালাস করতে যেমন নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়, তেমনি বহির্নোঙরে পণ্য খালাস করতেও অনুসরণ করতে হয় নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া। শুল্ক দিয়ে কাস্টমস ও বন্দরের নিয়মনীতি অনুযায়ী পণ্য খালাস করতে হয়। বহির্নোঙরে মূলত আমদানিকৃত খোলা পণ্য খালাস হয়ে থাকে। রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ একেবারে নগণ্য। শিপিং এজেন্ট আমদানিকারকের পক্ষে জাহাজে করে পণ্য আমদানির ঘোষণা দেয়। এরপর শিপিং এজেন্টের মনোনীত শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটের পণ্য খালাসের প্রক্রিয়া শুরু করে। আমদানিকারক শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরকে লাইটার জাহাজ সরবরাহ করে। এজন্য আমদানিকারককে লাইটার জাহাজ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেলের মাধ্যমে লাইটার বরাদ্দ নিতে হয়। বহির্নোঙরে অবস্থান করা মাদার ভেসেলে পৌঁছে শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরের সুপারভাইজার পণ্যবাহী জাহাজের সুপারভাইজার ও ক্যাপ্টেনের সাথে যোগাযোগ করে খালাস প্রক্রিয়া শুরু করেন। আমদানিকারক ও জাহাজ জরিপকারী পণ্যের জরিপ

আমদানিকৃত খোলা পণ্যের অধিকাংশই বহির্নোঙরে মাদার ভেসেল থেকে লাইটার জাহাজে খালাস হয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলে যায়

ভিটিএমআইএস সুবিধা থাকায় চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেল ও বন্দরের বহির্নোঙরের ৭.৫ নটিক্যাল মাইলজুড়ে অবস্থান করা সব জাহাজে নজরদারি করতে পারছে কর্তৃপক্ষ

কাজ শেষ করার পর শুরু হয় খালাসের কাজ। সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে পণ্য খালাস হয়। এর মধ্যে একটি হলো কাস্টমস আউটপাশ বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে বন্দরের রিভার ডিউস পরিশোধ করে সরাসরি লাইটার জাহাজে খালাস করা। আর অন্যটি হলো কাস্টমস গ্যারান্টির বিপরীতে 'গ্রিন বোট নোট' এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লাইটারে পিও অনবোর্ডের তত্ত্বাবধানে জাহাজ হতে পণ্য খালাস এবং পরবর্তীতে কাস্টমস আউট পাসের বিপরীতে 'ব্লু বোট নোট' এর মাধ্যমে পণ্য চূড়ান্ত খালাস ও ডেলিভারি করা।

ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল (ডব্লিউটিসি) চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে মাদার ভেসেল থেকে বন্দরের জেটি কিংবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নৌপথে আমদানিকৃত পণ্য সহজে ও কম খরচে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে। ডব্লিউটিসি চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে মাদার ভেসেলের অবস্থানকাল কমানোর পাশাপাশি বন্দরের সুনাম বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে কমিটির মাধ্যমে ডব্লিউটিসি লাইটার ও ট্যাংকার সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করে থাকে। লাইটার জাহাজগুলোর ধারণক্ষমতা ৮০০ থেকে ৩,০০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত। চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে লাইটার জাহাজে খালাসকৃত পণ্য সদরঘাট লাইটার জেটি ছাড়াও দেশের প্রত্যন্ত এলাকা যেমন–নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর (সিঅ্যান্ডবি), বরিশাল, নোয়াপাড়া, বাঘাবাড়ী, নগরবাড়ী, ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, মিরপুর, ভৈরবসহ বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে যায়।

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্য পরিবহনে লাইটার জাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধিও জরুরি। বিআইডব্লিউটিএ এর অধীনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘাটগুলো আধুনিকায়ন না করলে বহির্নোঙরে পণ্য খালাসে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা আসবে না। বর্তমানে সরকার দেশের ঘাটগুলো আধুনিকায়ন ও লাইটার জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাস নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য বন্দরের বহির্নোঙরের পরিধি বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি লাইটার জেটি নির্মাণ করে বিভিন্ন বেসরকারি আমদানিকারকদের লিজ দিয়েছে। ফলে পণ্য খালাসে আরও গতিশীলতা বেড়ে চলছে। পণ্য খালাসে অধিক গতি আনবার জন্য বহির্নোঙরে 'স্টোরেজ বার্জ' স্থাপনের বিষয়টি সমীক্ষা পর্যায়ে রয়েছে। অন্যদিকে সরকারের বিশেষ পরিকল্পনায় বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম করপোরেশন পাইপ লাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল ও এলএনজি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে জ্বালানি পরিবহনের ব্যাপক পরিবর্তন ও গতিশীলতা আসবে এবং এর বহির্নোঙর থেকে জ্বালানি পরিবহনে যুগান্তরকারী উন্নয়ন ঘটবে।

নিরাপদ নিশ্চিত বহির্নোঙর

চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেল ও বহির্নোঙর দেশি-বিদেশি জাহাজ চলাচলের নিরাপদ গন্তব্য। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি, নিয়মিত টহল ও বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সাথে জাহাজের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকায় অপরাধমূলক কার্যক্রমের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এটি চট্টগ্রাম বন্দরকে নিরাপদ বন্দরের পরিচিতি এনে দিয়েছে এবং একইসাথে উজ্জ্বল হয়েছে বন্দরের ভাবমূর্তি।

২০১৫ সালে বাণিজ্যিক জাহাজে চুরি বা চুরির চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ১০টি, ২০১৬ সালের পুরো বছরে সেটি নেমে এসেছে মাত্র দুটিতে। এরমধ্যে একটি চুরির ঘটনা ঘটলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় ব্যর্থ হয়েছে অপর চেষ্টা। ২০১৭ সালে এ সংখ্যা বাড়লেও ২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে তা হ্রাস পেয়ে চারটিতে নেমে এসেছে। জাহাজে সংঘটিত সশস্ত্র ডাকাতি, দস্যুতা ও চুরি প্রতিরোধে কাজ করছে এমন আন্তর্জাতিক সংগঠন রিক্যাপের প্রতিবেদনে এই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে, প্রতিবছর প্রকাশিত রিক্যাপের প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দরে সংঘটিত এসব ঘটনাগুলোকে পাইরেসি বা দস্যুতার ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, আদতে তা ছিল জাহাজের তেল, যন্ত্রাংশ কিংবা পণ্য চুরির মতো ছিঁচকে চুরির ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে ২০০৭ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত গত ১০ বছরে সশস্ত্র দস্যুতার ঘটনা ঘটেছে মাত্র তিনটি। এসবের কোনটিতেই জিম্মি বা প্রাণহানির মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। রিক্যাপের প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা পরিবেশ ক্রমোন্নতির প্রশংসা করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইনের চেয়ে বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে এবং এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়া জাহাজ চলাচলের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

দেশের বহির্নোঙরে অপরাধকর্ম বাড়লে বিদেশি জাহাজের চলাচলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই নেতিবাচক প্রভাবের কারণে পণ্য পরিবহনে বাড়তি জাহাজ ভাড়া আরোপ হয় আর বিপাকে পড়তে হয় দেশীয় আমদানি-রপ্তানিকারকদের। আমাদের সাগরে দস্যুতা প্রতিরোধে প্রতিনিয়ত কাজ করছে কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধিমালা আইএসপিএস এর লেভেল-১ বাস্তবায়ন করছে। বহির্নোঙরে যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনা, চুরি কিংবা দস্যুতার ঘটনা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমকে (ভিটিএমআইএস) আপগ্রেড করা হচ্ছে। জাহাজ এবং হেলিকপ্টার কেনার বিষয়টিও পরিকল্পনায় রয়েছে। এগুলো সম্পন্ন হলে মাছ ধরার জাহাজও সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থাকবে। বহির্নোঙর ছাড়াও পোর্ট লিমিটের মধ্যে থাকা সব স্থাপনা, রিভার মুরিং, জেটি, টার্মিনালকে আরও বেশি নজরদারির মধ্যে আনার প্রক্রিয়া চলছে। আর নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ড চুরি কিংবা দস্যুতার কোনো অভিযোগ পেলে ১০ মিনিটের মধ্যে যাতে সরাসরি সাগরের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারে সেজন্য বন্দর চ্যানেলের ১৫ নম্বর ঘাটের কাছে একটি র‍্যাপিড রেসপন্স বার্থ স্থাপন করা হয়েছে।

ভিটিএমআইএস: সার্বক্ষণিক নজরদারি

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর নিয়ে কথা বলতে গেলে এর সার্বিক পরিচালনায় যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতেই হয়। নৌবাণিজ্য নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে ২০১৪ সালে চট্টগ্রাম বন্দরে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) চালু করা হয়। চট্টগ্রাম বন্দর আধুনিকায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই সিস্টেম। ভিটিএমআইএস বন্দরের সক্ষমতা এবং দক্ষতা বাড়িয়েছে বহুগুণে। বেলজিয়াম, আমেরিকা ও সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশের বন্দরে ব্যবহৃত হচ্ছে এই সিস্টেম। ভিটিএমআইএস পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক নৌসংস্থা আইএমও এবং সোলাস কনভেনশন অনুসরণ করে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর এই সিস্টেমের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেল ও বন্দরের বহির্নোঙরের ৭.৫ নটিক্যাল মাইলজুড়ে অবস্থান করা সব জাহাজের নজরদারি করতে পারছে কর্তৃপক্ষ। কনটেইনার বা কার্গোবাহী জাহাজ যখন চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে প্রবেশ করে ঠিক তখন থেকেই এরা ভিটিএমআইএস এর নজরদারিতে চলে আসে। নিয়মানুযায়ী জাহাজ বহির্নোঙরে প্রবেশ করে ভিএইচএফ কমিউনিকেশনের মাধ্যমে পোর্ট রেডিও কন্ট্রোলে তাদের আগমন নিশ্চিত করে। পোর্ট রেডিও কন্ট্রোল জাহাজের প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন ড্রাফট, আয়তন, কার্গো বা কনটেইনারের পরিমাণ ইত্যাদি সংরক্ষণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং বহির্নোঙর এলাকায় কোন অ্যাংকরেজে অবস্থান করবে তা জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দেয়।

ভিটিএমআইএস এর সুবাদে একদিকে যেমন জাহাজ চলাচল বন্দরের নিয়ন্ত্রণে এসেছে তেমনি কমেছে

২টি কন্ট্রোল স্টেশন ও ৪টি রাডার স্টেশন রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে ভিটিএমআইএস পরিচালনায়

শুধুমাত্র বন্দরের নিজস্ব পাইলট কর্ণফুলী চ্যানেলে জাহাজ পরিচালনা করে থাকেন

সংঘর্ষ, চুরি কিংবা ডাকাতির মতো ঘটনা। বহির্নোঙরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে নিষেধাজ্ঞার সময় বিশেষ করে অতিবৃষ্টি এবং ঘনকুয়াশার সময়ও জাহাজের কর্মকাণ্ড কর্তৃপক্ষের নজরদারিতে এসেছে। বন্দরের মেরিন বিভাগের ডেপুটি কনজারভেটরের (ডিসি) নির্দেশনায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বহির্নোঙরের জাহাজ চলাচল, নিয়ন্ত্রণ ও পাইলটিংয়ের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

ভিটিএমআইএস পরিচালনায় চট্টগ্রাম বন্দরে রয়েছে দুটি কন্ট্রোল স্টেশন ও চারটি রাডার স্টেশন। একটি বন্দর ভবন কন্ট্রোল স্টেশন ও অন্যটি পতেঙ্গা পয়েন্ট কন্ট্রোল স্টেশন। চার রাডার স্টেশন হলো–পতেঙ্গা পয়েন্ট রাডার স্টেশন, গুপ্তা পয়েন্ট রাডার স্টেশন, রুবি সিমেন্ট রাডার স্টেশন ও সদরঘাট রাডার স্টেশন। সিসিটিভি ক্যামেরা, ডে-নাইট ক্যামেরা সিস্টেম, ভিএইচএফ রেডিও সিস্টেম এবং অটোমেটিক আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম (এআইএস) সমৃদ্ধ এই সিস্টেমের মাধ্যমে প্রতিটি জাহাজের চলাচল চিহ্নিত করা যায় কন্ট্রোল স্টেশন থেকেই। এসব স্টেশনে ব্যবহৃত প্রতিটি রাডার, এআইএস ও ভিএইচ কনসোলের আওতা ২০ নটিক্যাল মাইল, ছয়টি লংভিউ ক্যামেরার আওতা ১৬ কিলোমিটার, নয়টি মিডিয়াম ভিউ ক্যামেরার আওতা ৫ কিলোমিটার। এ ছাড়া চ্যানেলের বিভিন্ন পয়েন্টে রয়েছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আরও সাতটি ক্যামেরা। কন্ট্রোল স্টেশনে পতেঙ্গা পয়েন্ট থেকে ৫ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত সচিত্র নজরদারিতে থাকে যা এখন ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ানোর কাজ চলছে। ভিটিএমআইএস এর মাধ্যমে স্টেশনে বসেই বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে আগত জাহাজের বহির্নোঙরে প্রবেশ, জাহাজের বিস্তারিত তথ্য, গতিবিধি এবং পার্শ্ববর্তী জাহাজ থেকে দূরত্ব অবলোকন করা যায়। বহির্নোঙরে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত সময়, দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলে আগাম সতর্কতা জারি, বন্দর চ্যানেলে জাহাজ প্রবেশ ও বহির্গমন, বহির্নোঙরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের সঠিক সময় সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয়ের কাজ করে ভিটিএমআইএস। একই সাথে জাহাজগুলোকেও পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের তথ্য ও জাহাজ সঠিকভাবে নোঙর করা আছে কিনা তা নিশ্চিত করে তথ্য প্রেরণ করতে হয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে। যেকোনো দুর্ঘটনায় তড়িৎ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দুর্ঘটনার তদন্তে ভিটিএমআইএস এর অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং সুবিধা এনে দিয়েছে যুগান্তকারী সাফল্য। অনুমতি ছাড়া কোনো জাহাজের বন্দর চ্যানেলে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণেও কার্যকর ভিটিএমআইএস। সম্প্রতি দুর্ঘটনা প্রশমনে গঠন করা হয়েছে বহির্নোঙর সেল (আউটার অ্যাংকরেজ সেল)। এই সেলের কাজ হচ্ছে বহির্নোঙরে যেকোনো দুর্ঘটনা বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও নজরদারি জোরদার করা।

পাইলটিং

কর্ণফুলী চ্যানেল দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনালে জাহাজ আসা যাওয়ার ব্যাপারটি প্রাকৃতিকভাবেই জটিল প্রকৃতির। জোয়ার-ভাটার কারণে দিনের সর্বক্ষণ এর গভীরতা বা ড্রাফট একই থাকে না। মৌসুম ভেদে কমবেশি হলেও সাধারণত ৫ থেকে ৫.৫ মিটার ড্রাফট থাকে কর্ণফুলীতে। জোয়ারের প্রভাবে যা ৪ মিটার থেকে ৫ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জোয়ারের সময় জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত সময়। ইংরেজি বর্ণ 'এস' আকারের কর্ণফুলী চ্যানেলে রয়েছে দুটি বাঁক। একটি গুপ্তা বাঁক অপরটি নেভাল বাঁক। সংকীর্ণ চ্যানেল হওয়ায় একসাথে দুটি জাহাজ অতিক্রম করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। কর্ণফুলীর খরস্রোতা বৈশিষ্ট্যের প্রভাবের কারণে জাহাজকে নির্দিষ্ট দিকে ধাবমান করা বেশ কষ্টসাধ্য। তাই এই চ্যানেলে জাহাজ পরিচালনা করতে হয় বেশ সতর্কতার সাথে। এজন্য বহির্নোঙর থেকে বন্দর কর্তৃপক্ষ চ্যানেলে জাহাজ চলাচলে পাইলটিং বাধ্যতামূলক করেছে। শুধুমাত্র বন্দরের নিজস্ব পাইলট এই চ্যানেলে জাহাজ পরিচালনা করে থাকেন। বন্দরের রয়েছে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পাইলট যারা প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০টি জাহাজ পাইলটিং করে নিরাপদে বন্দরের জেটিতে নিয়ে আসা এবং বহির্নোঙরে দিয়ে আসার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে থাকেন। ট্রাফিক বিভাগ ও মেরিন বিভাগের সমন্বয়ে বন্দরের বার্থিং মিটিংয়ে নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী পরের দুই দিনের বার্থিং শিডিউল করা হয়। শিডিউল অনুযায়ী জোয়ারের সময় জাহাজ বহির্নোঙর থেকে জেটিতে এবং জেটি থেকে বহির্নোঙরে নিয়ে যান বন্দরের দক্ষ পাইলটেরা।

সংকীর্ণ কর্ণফুলী চ্যানেলে দুর্ঘটনা রোধে বন্দরের অভিজ্ঞ ও দক্ষ পাইলট দিয়ে সকল জাহাজ পাইলটিং করে নিরাপদে বন্দরের জেটিতে নিয়ে আসা এবং বহির্নোঙরে ফেরত নেওয়া হয়

বাণিজ্যলক্ষ্মী বহির্নোঙর

বন্দরের বহির্নোঙর কিন্তু বছরজুড়ে একটি মোটা অঙ্কের আয়ের উৎস। চট্টগ্রাম বন্দরের আয়ের অন্যতম খাত হলো রিভার ডিউস এবং পোর্ট ডিউস। এই রিভার ডিউস এবং পোর্ট ডিউস হচ্ছে বন্দর নির্ধারিত পোর্ট লিমিট অঞ্চলের ভেতর যাবতীয় নৌযান থেকে বিভিন্ন খাতে আদায় করা অর্থ। বহির্নোঙরে যখন জাহাজ এসে নোঙর করে, সেই সময় থেকে জাহাজের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মাশুল আদায় করে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পোর্ট ডিউস খাতে এই বন্দরের আয় হয়েছে ১৩৯ কোটি ৩৬ লাখ ৯২ হাজার টাকা। আগের অর্থ বছরে তা ১২৪ কোটি ৪২ লাখ ৮৬ হাজার টাকা আর রিভার ডিউজ খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুধুমাত্র বহির্নোঙর হতে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ প্রায় ১৭২ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

অন্যদিকে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রিভার ডিউস খাতে মোট আয় হয়েছে ২৩৭ কোটি ৬ লাখ ১২ হাজার টাকা, আর এর আগের অর্থবছরে আয় হয়েছে ২০৭ কোটি ৫৮ লাখ ৯ হাজার টাকা।

পোর্ট লিমিটের বাইরে পণ্য লাইটারিং হলে বন্দর কোনো মাশুল আদায় করতে পারে না। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম বন্দর তার বহির্নোঙরের সীমানা বাড়াচ্ছে, এর মানে বন্দরের এখনকার পোর্ট লিমিট আরও অনেক বিস্তৃত হচ্ছে। এর ফলে বন্দরের আয়ের অন্যতম উৎস এই বহির্নোঙর থেকে রাজস্ব আয় বাড়বে।

পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট

বাংলাদেশকে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখতে হলে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ববহ ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। বাণিজ্য বৃদ্ধির সুবাদে ক্রমাগত বাড়ছে পণ্য আমদানি-রপ্তানি। দেশজুড়ে বাড়ছে বিবিধ উন্নয়নমুখী প্রকল্প। এসব প্রকল্পের জন্যও বিপুল পরিমাণে আমদানি বাড়ছে। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প ছাড়াও ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চল নির্মাণ প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে। এসবের পাশে অবকাঠামো খাতে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল; বিদ্যুৎ খাতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং জ্বালানি খাতের এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির জোগান দিতে আমদানি তথা বন্দরভিত্তিক পণ্য সরবরাহের ওপর চাপ ক্রমশ বেড়েই চলছে। এ বিশাল পরিমাণ পণ্য আমদানি এবং হ্যান্ডলিংয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই বন্দরের বহির্নোঙরেও পণ্য হ্যান্ডলিং কর্মযজ্ঞের বিস্তৃতি বাড়ছে। ক্রমবর্ধমান এই চাপ সামাল দিতে নতুন সক্ষমতায় এবং নতুন আঙ্গিকে শিগগিরই প্রস্তুত হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙর। সেইসাথে দ্রুত বদলে যাচ্ছে এই কর্ণফুলী নদীর মোহনায় জাহাজ আর জাহাজ নোঙর করা কর্মব্যস্ত বহির্নোঙরের দৃশ্যপট।

ওমর ফারুক ইমন
প্রতিবেদক, বন্দরবার্তা

কৃতজ্ঞতা : ১. মো. কুদ্‌রত-ই-খুদা, ডেপুটি ট্রাফিক ম্যানেজার, ২. মো. আতাউল হাকিম সিদ্দিক, সহকারী হারবার মাস্টার ও ৩. মো. গাউসুল আজম রাসেল, পাইলট, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্মৃতিপটে উজ্জ্বল মানুষ

আবুল মোমেন

১

রাত আটটা নাগাদ যখন ম্যাক্স হাসপাতালের সিসিইউতে ঢুকি তখন আমাকে অবাক এবং আশ্বস্ত করে তিনিই কথা পাড়লেন, বললেন, "এখন অনেক ভালো বোধ করছি, আপনি চিন্তা করবেন না।" অল্পক্ষণ থেকে গায়ে হাত বুলিয়ে বেরিয়ে আসি। আশায় বুক বাঁধি, ডাক্তাররা সময় পেয়েছেন, নিশ্চয় এ যাত্রা বাহার বেঁচে উঠবেন। বাসায় খানিকটা নির্ভার হয়ে ফিরে আসি। তার ঘন্টাখানেক পরে মানুষটার মৃত্যু সংবাদ একেবারে বিমূঢ় করে দেয়। অবশ্য জানি, একটা হার্ট অ্যাটাকের পরে আবারও হতে পারে, এমন রোগী সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তবু বড় আকস্মিক ছিল এ চলে যাওয়া। গত দেড় বছর আমরা প্রতিদিন পাশাপাশি বসে কাজ করেছি, কত পরিকল্পনা, কত সমস্যার সমাধান নিয়ে ভেবেছি। সেদিনও তো দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত ফুলকিতে ছিলেন, শিশুদের পুরস্কার দিয়েছেন। ফুলকির সবার মনের পটে, এমনকি চোখে তাদের বাহার ভাই জীবন্ত হয়ে আছেন। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে সে মানুষটি নেই তা ভাবা এবং মানা কঠিন হয়েছে সবার জন্যে। এখনও ফুলকি-পরিবার তাঁকে হারিয়ে ধাতস্থ হতে পারেনি। আবেগ ছাপিয়ে তাকে নিয়ে কথা বলার মতো শক্তি যেন এখনো অর্জিত হয়নি, হৃদয়ের ক্ষরণ থামেনি, থামছে না।

২

দৈনিক পূর্বকোণে বাহার যখন রাতের পালায় মূলত অনুবাদের ভরসা হিসেবে যোগ দেন তখন এ পত্রিকার লোক-নির্বাচন আর আমার একক দায়িত্বে ছিল না। সম্ভবত বার্তা সম্পাদক নাসিরুদ্দিন চৌধুরীর যোগাযোগেই তার এ পত্রিকায় আগমন। আমার কাজ সম্পাদকীয় পাতায়, দিনেই শেষ হয়ে যায়, ফলে বাহারের সাথে তেমনভাবে আলাপ-পরিচয় হয়নি। কিন্তু যোগদানের কিছুদিনের মধ্যে তার সুনাম কানে আসছিল- মূলত সময়ানুবর্তিতা ও নিজের দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার কারণে। ক্রমে রইসুল হক বাহারের পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ দুটি গুণ, যা বাঙালির চরিত্রে দুর্লভ-অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বাহার মানে সময়জ্ঞান, বাহার বলতে কর্তব্যনিষ্ঠা। অনুজ সহকর্মীদের মুখে তার এসব গুণের কথা যত শুনেছি ততটা দেখার বা বোঝার সুযোগ আমার তখন হয়নি। তবে, তাকে জানা বোঝার অভিজ্ঞতা থেকে আজ বলব এ কোনো রটনা-প্রচারণা ছিল না, এ ছিল সুখ্যাতি–হ্যাঁ, বাহারের ক্ষেত্রে অপরের গুণকীর্তনে কৃপণ বাঙালি চরিত্রের বিপরীত চিত্রই ছিল বাস্তব। কারণ তাঁর গুণগুলো কেউ বাড়িয়ে বলেনি, তাঁকে কেউ বানিয়ে তোলেনি। নিজের স্বভাব, আচরণ ও কাজের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত তৈরি করে এ তাঁরই অর্জন। এর ভিত্তি পাকা, এ হলো নিজের যোগ্যতায় ও গুণে অর্জিত চারিত্র-বিভা। যে মানুষ ভিতর থেকে এই চারিত্র্যশক্তিতে বলীয়ান তাকে হেঁট করা যায় না, টলানো অসম্ভব।

ইংরেজ কবি ব্লেক জীবনকে দুটি ভাগে ভাগ করে কবিতাগুচ্ছের নামকরণ করেছিলেন–সংস অব ইনোসেন্স ও সংস অব এক্সপেরিয়েন্স। অভিজ্ঞতা ক্রমে মানুষের নিষ্পাপ খাঁটি মৌল সত্তা হরণ করে নেয়। বাহারের কথাই ধরা যাক–তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যথার্থ গেরিলা যোদ্ধা যিনি চট্টগ্রাম শহরে ও বাইরে একাধিক সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কোনোটায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বন্দরের একজন কর্মকর্তা যেখানে উপরি আয়ের বহু পথ থাকে খোলা, ছিলেন একজন সুখ্যাত সম্মানিত সাংবাদিক। এ সমাজে মুক্তিযোদ্ধা, বন্দরের মতো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা একজন সফল সাংবাদিকের পক্ষে তাঁর ইনোসেন্স ধরে রেখে পাপমুক্ত থাকা সত্যিই কঠিন। এতো সুযোগ, এতো প্রলোভন ঠেকানো, এড়িয়ে চলা সহজ নয়। পা হড়কাতে দেখেছি আমরা এত বেশি মানুষের যে এসব ক্ষেত্রে মানুষ ঢালাও নেতিবাচক মন্তব্য করতে আর পিছপা হয় না। এটি সমাজের ভাঙ্গনের কাল, জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, "গ্রাম পতনের শব্দ শোনা যায়"–শুধু গ্রাম বা নগর নয়, মনুষ্যত্বেও পতন, সভ্যতার সর্বনাশের শব্দ কেবল উচ্চকিত হচ্ছে আজ।

এই সময়ে একজন বাহার যেন একখানা ঝকঝকে তরবারি–পরশুরামের কুঠার; চারপাশের ঔদ্ধত্য ও পতনের বিরুদ্ধে খাঁটি ধাতুর ঝিলিক তুলে জানান দিচ্ছিল–না, খাঁটি মৌলিক মানুষ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বাহার বাংলা-ইংরেজি দুটি ভাষাই জানতেন, এদেশের রাজনীতি ভালো বুঝতেন, পঠনপাঠনের মাধ্যমে নিজেকে হালনাগাদ রাখতেন।

বাহার বুঝি উল্টো পথের যাত্রী। শেষ জীবনের আমাদের শিশু প্রতিষ্ঠান ফুলকিতে এসে তাঁর নিজেরও যেন একটা প্রাপ্তি ঘটেছিল। তাঁর জন্যে এটা ছিল নতুন নতুন অভিজ্ঞতার স্থান। শিশুরা তো ইনোসেন্স জগতেরই খাস বাসিন্দা, তার ওপরে যে ছেলেমেয়েরা কর্মী হিসেবে এখানে আছে তাদের সামষ্টিক মূল্যবোধে সেই খাঁটি আগ্রহ, খাঁটি জিনিসের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাবোধ তাঁকে ভীষণ প্রীত করেছিল।

৩

তিনি রাজনীতি সচেতন মানুষ, বাম প্রগতিশীল চেতনা কখনো ছাড়েননি, দলীয় রাজনীতি ছাড়লেও। চিন্তাশীল বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ লিখতেন। অনুবাদ করেছেন। আবার বন্ধুমহলে অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর সব কাজেই পরিশ্রম ও যত্নের ছাপ থাকতো।

শেষ দেড় বছর আমরা ফুলকিতে পাশাপাশি বসতাম। টুকটাক গল্প হতো, নানা বিষয়ে আলোচনা হতো, প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পরামর্শ হতো। এভাবে অনেক কাজ হতো প্রতিদিন, কিন্তু ব্যস্ততা বা দক্ষতা কোনোটাই জাহির করতেন না। সহজ সাবলীলতায় কাজ করে যেতেন, এ নিয়ে কোনো আতিশয্য ছিল না। কাউকে পরামর্শ দিয়েছেন, কোনো ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন, হয়ত ভর্ৎসনাও করেছেন, দাপ্তরিক ব্যবস্থা নিয়েছেন–কিন্তু সবই স্বাভাবিক কাজের অংশ হিসেবেই সম্পাদন করেছেন। কাজের মধ্য দিয়েই ছোট-বড় সবার আপনজন হয়ে উঠেছিলেন।

এক অর্থে বাহারের জীবন সার্থক–তিনি দেশের জন্যে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন, তাতে দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়ে তাঁর নাম স্থায়ীভাবে লেখা থাকবে। আর ব্যক্তি জীবনে বহু মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। তাঁদের স্মৃতিপটেও রইসুল হক বাহার উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

আবুল মোমেন
কবি ও লেখক

ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার

বিশ্ববাণিজ্যে রপ্তানিকারকের কাছ থেকে আমদানিকারকের দোরগোড়ায় পণ্য পৌঁছে দিতে যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার

আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে পণ্য পরিবহনে এক সময় শিপিং লাইন এবং এয়ারলাইনগুলো শুধুমাত্র বন্দর থেকে বন্দর পর্যন্ত সেবা প্রদান করত। আমদানিকারকের দোরগোড়ায় পণ্য পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা থেকেই ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের উৎপত্তি। ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা আমদানিকারক ও রপ্তানিকারকের পক্ষে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে থাকেন। গত শতকের আশির দশকে যখন বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহনে কনটেইনার ব্যবহার শুরু হয়, তখন থেকেই বাংলাদেশে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং ব্যবসার গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তীতে জনপ্রিয়তা এবং সেবাদানের বাস্তবতায় এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের বিশেষ সেবার মধ্যে রয়েছে ডোর টু ডোর বা ওয়ানস্টপ সেবা এবং এ টু জেড (মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টেশন) সেবা। ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার পণ্য পরিবহনে বহুপক্ষীয় পরিবহন ব্যবস্থায় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীব্যাপী সমুদ্র বন্দরগুলো সাধারণত টার্মিনাল অপারেটর হিসেবে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ সেসব বন্দরের ইয়ার্ড স্টোরেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। বন্দরগুলোতে জাহাজ থেকে খালাসের পর এফসিএল (ফুল কনটেইনার লোডেড) হিসেবে আমদানিকৃত পণ্যের কনটেইনার বন্দরের বাইরে বন্ডেড আইসিডিতে রাখা হয় এবং আমদানিকৃত এলসিএল (লুজ কনটেইনার লোডেড) কনটেইনারসমূহ ফরোয়ার্ডারদের জন্য নির্ধারিত বন্ডেড ওয়্যারহাউসে রাখা হয় এবং সেখান থেকে ডেলিভারি দেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি ভিন্নরূপে ঘটে। কেবল ৩৭টি পণ্য বন্ডেড আইসিডি থেকে ডেলিভারি দেওয়া হয়। বাকি এফসিএল পণ্যগুলো বন্দরের অভ্যন্তরে রাখা ও সেখান থেকেই ডেলিভারি করা হয়। অন্যদিকে, আমদানিকৃত এলসিএল পণ্য বা রপ্তানি পণ্য সংরক্ষণের জন্য ফরোয়ার্ডারদের কোনো বন্ডেড ওয়্যারহাউজ দেওয়া হয় না, ফলে আমদানিকৃত এলসিএল পণ্যসমূহ বন্দরের অভ্যন্তরে আনস্টাফিং করে বন্দরের ওয়্যারহাউজে রাখা হয় এবং সেখান থেকে ডেলিভারি করা হয়। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরকে কনটেইনার জটে ভুগতে হয় মাঝে মাঝে। যদি এলসিএল পণ্যসমূহ ফরওয়ার্ডারের বন্ডেড ওয়্যারহাউজে রাখা যেত, তাহলে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার জট অনেক কমে যেত। আমদানির ক্ষেত্রে ফ্রেইট ফরওয়ার্ডারদের মাধ্যমে পরিবহন চুক্তি করলে খরচ অনেকাংশে কমে যায়।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের কাজের ব্যাপ্তি বিশাল হলেও আইনগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশে এর পরিধি অনেকটাই সীমিত। ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা এখানে এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। আমদানির ক্ষেত্রে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন। একটি হলো সিএফআর (কস্ট অ্যান্ড ফ্রেইট) অন্যটি হলো এফওবি (ফ্রি অন বোর্ড)। সিএফআর পদ্ধতিতে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা রপ্তানিকারকের দেশের ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। রপ্তানিকারকের ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার পণ্য পাঠালে স্থানীয় ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা আমদানিকারককে বন্দর থেকে পণ্য খালাসের ডেলিভারি অর্ডার দেন। তবে এর আগে আমদানিকারককে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টের মাধ্যমে কাস্টমসে যাবতীয় দলিলাদি ও শুল্কায়ন সম্পন্ন করতে হয়। এফওবি পদ্ধতিতে দরপত্র বা কোটেশনের মাধ্যমে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার আমদানিকারক থেকে পণ্য পরিবহনের দায়িত্ব নেয়। চুক্তি অনুযায়ী পণ্য বন্দরে পৌঁছালে আমদানিকারক ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের ভাড়া ও অন্যান্য যাবতীয় চার্জসমূহ পরিশোধ করে ডেলিভারি অর্ডার নিয়ে পণ্য খালাস করেন।

রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক পণ্য আমদানিকারকের কাছে পাঠাতে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের শরণাপন্ন হন। মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টেশন সুবিধার কারণে তারা পণ্যের উৎপাদনস্থল থেকে একেবারে আমদানিকারকের দুয়ারে পণ্য পৌঁছে দিতে সক্ষম। ফলে সমুদ্রপথ, সড়কপথ, আকাশপথ কিংবা রেলপথে পণ্য পরিবহনে দক্ষতার সাথে পণ্য পরিবহন সমন্বয় করতে পারে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা। রপ্তানিকারক পণ্য পরিবহনে ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের কাছে পণ্যের প্যাকিং লিস্ট, ইনভয়েস ইত্যাদি দলিলাদি উত্থাপন করেন। এরপর ফরোয়ার্ডার পণ্যের দালিলিক কার্যাবলি সম্পন্নের পর নির্দিষ্ট আইসিডিতে পণ্য নেওয়ার নির্দেশনা দেন। ফরোয়ার্ডারের নির্দেশিত আইসিডিতে পণ্য নেওয়ার পর শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং সবশেষে পণ্য জাহাজীকরণ করে আমদানিকারকের গন্তব্যে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে সমুদ্র পথে এফসিএল কনটেইনারে করে আমদানির ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ এবং এলসিএল পণ্য ও আকাশ পথে পণ্য পরিবহনের শতভাগ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররা করে থাকেন। অন্যদিকে, আকাশপথে আমদানি-রপ্তানির শতভাগ এবং সমুদ্র পথে রপ্তানির প্রায় ৯০ এর অধিক ভাগ পণ্য ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাফা) দেশের ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার সদস্যদের একমাত্র জাতীয় সংগঠন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১,২০০। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) ‘এ’ শ্রেণিভুক্ত সদস্য বাফা। ইউনেসক্যাপ (ইউনাইটেড নেশনস ইকোনমিকস কমিশন ফর দ্য এশিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক) এর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে বাফা। এ ছাড়া বাফা ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের আর্ন্তজাতিক সংগঠন দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন (ফিয়াটা), ফেডারেশন অব এশিয়ান প্যাসিফিক এয়ার কার্গো অ্যাসোসিয়েশন (ফ্যাপা) এবং সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব ফরোয়ার্ডার্স (সাপা) এর সদস্য। চট্টগ্রাম, ঢাকা এবং ঢাকা বিমানবন্দরে বাফার কার্যালয় রয়েছে।

ওমর ফারুক ইমন
প্রতিবেদক, বন্দরবার্তা

কৃতজ্ঞতা: আমিরুল ইসলাম চৌধুরী মিজান, সিনিয়র সহসভাপতি, অমিয় শংকর বর্মণ, পরিচালক (প্রশাসন) ও খায়রুল আলম সুজন, পরিচালক (বন্দর ও কাস্টমস), বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়ন করবে বিমকো

শিপিং কোম্পানি ক্লাভেনেস ও নেভিগ এইটের সহযোগিতায় জাহাজ মালিকদের সংগঠন বিমকো একটি সাইবার নিরাপত্তা নীতিমালা উন্নয়নে কাজ করছে। এটি সাইবার দুর্ঘটনার সময় যেন দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিশ্চিত করবে। চুক্তিভুক্ত পক্ষগুলোর আইনি বাধ্যবাধকতা প্রভাবিত করতে পারে এমন সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এ নীতিমালার অধীনে নিষ্পত্তি করা হবে। এর আওতায় কম্পিউটার সিস্টেম ও ডাটা সুরক্ষায় চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পরিকল্পনা থাকবে।

➤ ফুয়েল সারচার্জ চালু করছে এইচএমএম

২০২০ সালের জানুয়ারিতে জ্বালানিতে সালফারের সীমা নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকর হচ্ছে। এ সময়সীমার আগেই জ্বালানি সমন্বয় সারচার্জ আরোপের উদ্যোগ নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার লাইনার কোম্পানি হুন্দাই মার্চেন্ট মেরিন (এইচএমএম)। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকেই নতুন এ সারচার্জ কার্যকর হচ্ছে। স্বল্প-সালফার সংবলিত জ্বালানি আইনের কারণে বেড়ে চলা জ্বালানি ব্যয় পুষিয়ে নিতেই এইচএমএম সারচার্জ আরোপের এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সালফার সীমা নিয়ন্ত্রণ আইনের কারণে শিপিং শিল্পের ব্যয় বছরে প্রায় ৬,০০০ কোটি ডলার বেড়ে যেতে পারে। এইচএমএমের পাশাপাশি ওওসিএল, হ্যাপাগ-লয়েড, এমএসসি, সিএমএ সিজিএম এবং মায়ের্স্কও সারচার্জ আরোপের উদ্যোগ নিয়েছে।

➤ স্ক্যাবার প্রসারে যোগ দিচ্ছে বড় শিপিং কোম্পানিগুলো

একজস্ট গ্যাস ক্লিনিং প্রযুক্তির (স্ক্যাবার) সমর্থক কোম্পানিগুলো সালফারের সীমা নিয়ন্ত্রণ আইন কার্যকরের আগেই এ প্রযুক্তির প্রসারে একযোগে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্রুজ ও কমার্শিয়াল শিপিং খাতের বড় কোম্পানিগুলো ক্লিন শিপিং অ্যালায়েন্স (সিএসএ) ২০২০ গঠন করেছে। এই অ্যালায়েন্সের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তথ্য এবং গবেষণা উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে ওপেন ও ক্লোজড-লুপ একজস্ট গ্যাস ক্লিনিং সিস্টেম (ইজিসিএস) ও সংশ্লিষ্ট বায়ু ও পানি নির্গমনের পরিবেশগত প্রভাব ও সুফল সম্পর্কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ, শিল্প খাত, বেসরকারি সংস্থা ও জনগণকে আরও ভালোভাবে অবগত করা।

➤ হামবুর্গ বন্দরের ফাইভ-জি অ্যাপ্লিকেশনের সফল পরীক্ষা

হামবুর্গ বন্দর কর্তৃপক্ষ (এইচপিএ), ডয়েচে টেলিকম ও নকিয়া যৌথভাবে জার্মানির হামবুর্গ বন্দরে ফাইভ-জি অ্যাপ্লিকেশনের মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় সফলতা পেয়েছে। ফাইভ-জি মনআর্ক (মোবাইল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার) প্রকল্পের অধীনে দুই বছর মেয়াদি চলমান গবেষণার অংশ হিসেবে এ ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। নতুন প্রযুক্তি পরীক্ষা করতে প্রতিষ্ঠানগুলো এইচপিএর সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান ফ্লোট হামবুর্গের জাহাজগুলোয় সেন্সর ইন্সটল করে। এই সেন্সরগুলো বন্দরের বিভিন্ন স্থানে নোঙর করা জাহাজগুলো থেকে অবস্থান ও পরিবেশগত তথ্য রিয়েল টাইমে সম্প্রচার করে। আরেক পরীক্ষায় মোবাইল নেটওয়ার্কে ট্রাফিক লাইট সংযুক্ত করে এইচপিএর কন্ট্রোল সেন্টার থেকে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতা সীমা ১.৫ ডিগ্রিতে রাখতে বড় ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন

একবিংশ শতাব্দীতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখতে হলে সমাজের সর্বস্তরে দ্রুত, সুদূরপ্রসারী ও নজিরবিহীন পরিবর্তন প্রয়োজন বলে নতুন এক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জানিয়েছে ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)। ধারণা করা হচ্ছে এই শতাব্দীতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। কিন্তু মানুষ ও প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য সুফল বয়ে আনার পাশাপাশি আরও টেকসই ও সমতাপূর্ণ সমাজ নির্মাণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিবেদনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখা গেলে বেশকিছু প্রভাব এড়ানো যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে পূর্ব ধারণার চেয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০ সেন্টিমিটার কম বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে প্রবাল দ্বীপ হারিয়ে যাবে ৭০-৯০ শতাংশ। অন্যদিকে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে প্রবাল দ্বীপের অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আইপিসিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ ১-এর কো-চেয়ার পানমাও ঝাই বলেন, এ প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ যে বার্তাগুলো উঠে এসেছে তা হলো, বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধির কারণে আমরা এরই মধ্যে চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রমবর্ধমান উচ্চতা, আর্কটিক সাগরের গলমান বরফসহ আরও অনেক প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি। অন্যদিকে আইপিসিসি ওয়ার্কিং গ্রুপ ২-এর কো-চেয়ার হানস-ওটো পর্টসান বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতায় সামান্যতম পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি বা তারও বেশি বৃদ্ধির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি বা অপূরণীয় ঝুঁকির বিষয়টি জড়িত, যেমন বাস্তুতন্ত্রের কিছু অংশের স্থায়ী ক্ষতিসাধন। পর্টসান আরও বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতাকে সীমিত রাখা গেলে মানুষ ও বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আরও সুযোগ পাবে এবং সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সীমার নিচে অবস্থান করবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০১৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে বিশ্বের ১৯৫টি দেশ একটি চুক্তিতে সই করে, যা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি নামে পরিচিত। ওই চুক্তিতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রিতে সেলসিয়াসে সীমিত রাখতে সদস্য দেশগুলোকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার ইনচিয়নে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বৈশ্বিক উষ্ণতা বিষয়ক এ বিশেষ প্রতিবেদনটি অনুমোদন করে আইপিসিসি। আগামীতে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত কাতোভাইস ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্সে এ প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্যারিস চুক্তি পর্যালোচনা করতে পোল্যান্ডে ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

গ্যাসীয় জ্বালানিই একমাত্র সমাধান

সালফারের সীমা হ্রাস এবং ইঞ্জিন নির্মাতাদের জন্য কার্বণ নিঃসরণ কমানোর যে উচ্চভিলাষী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে আগামীতে কোন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার হবে সে বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ম্যান এনার্জি সলিউশনের নির্বাহী পর্ষদের সদস্য ওয়েন জোনস একথা জানিয়েছেন।

গ্রিসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ নাফতেমপরিকি শিপিং সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় জোনস বলেন, জ্বালানি নির্বাচনের প্রশ্নে এমন জ্বালানিই নির্বাচন করতে হবে যা শুধু বর্তমান নিয়ম-কানুনের সঙ্গেই নয়, ভবিষ্যতের জন্যও সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

জোনস বলেন, "আগামীতে সবাই কোন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করবে অথবা তখন কি অনেক ধরনের জ্বালানিই থাকবে? এটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে আমার কাছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে গ্যাসীয় জ্বালানি।"

জোনস বলেন, ম্যান এনার্জি সলিউশন তার নিজস্ব প্রযুক্তির ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখে। জাহাজ মালিকদের মধ্যে যারা প্রথমে তাদের ইঞ্জিন এলএনজি বা গ্যাসে রূপান্তর করবে তাদেরকে ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ম্যান। আমি মনে করি, সামগ্রিক ও সুদূরপ্রসারী ভাবনা-চিন্তার জন্য কাউকে না কাউকে এগিয়ে আসতেই হবে।

সমুদ্র বাণিজ্য ও পরিবহনের জন্য মেরিটাইম শিল্পকে এখন পরিচ্ছন্ন জ্বালানির দিকেই এগিয়ে যেতে হবে বলে মনে করছে ম্যান। এ কাজে সবচেয়ে কার্যকর উপায়টি হচ্ছে বৈশ্বিক শিপিং শিল্পের জ্বালানি হিসেবে গ্যাসকে নির্বাচন করা। এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্যাসের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে।

ম্যান এনার্জি নির্মিত ইঞ্জিনগুলোর সবগুলোই ডুয়েল ফুয়েলের। এলএনজি বা এলপিজির মতো পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতেই চলে এগুলো।

১৩০ কোটি ডলারের বন্দর প্রকল্পে সম্মত মিয়ানমার ও চীন

বঙ্গোপসাগরের কিয়াকপুয়ে একটি সম্প্রসারিত সমুদ্রবন্দর নির্মাণে চীনের ইঞ্জিনিয়ারিং কনগ্লোমারেট সিটিকের সঙ্গে চুক্তিতে সম্মত হয়েছে মিয়ানমার। ১৩০ কোটি ডলারের এ প্রকল্পে থাকছে দুটি ডিপ ওয়াটার বার্থসহ একটি টার্মিনাল। বেশ কয়েক বছর চীনের সঙ্গে আলোচনার পর বন্দরটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে মিয়ানমার। তবে অতিরিক্ত বিদেশি ঋণ নিয়ে উদ্বেগের কারণে প্রকল্পের আকার ছোট করা হয়েছে। বন্দর নির্মাণে মোট ঋণের ৭০ শতাংশ বহন করবে চীন। আগের পরিকল্পনায় এ হার ছিল ৮৫ শতাংশ।

কিয়াকপুয়ে প্রকল্প বিষয়ে মিয়ানমারের প্রধান সমঝোতাকারী সেত অং বলেন, ধাপে ধাপে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে, যেন প্রতিটি ধাপের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করা যায়। পুরো নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে এ প্রকল্প থেকে প্রতি বছর অর্থনীতিতে যুক্ত হবে ৩২০ কোটি ডলার।

ই-মানি নেটওয়ার্ক উন্নয়নে এনওয়াইকের পরিকল্পনা

জাপানের শিপিং কোম্পানি এনওয়াইকে তাদের জাহাজগুলোতে একটি নতুন নেটওয়ার্ক স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনা করছে। এ নেটওয়ার্কের সহায়তায় ইলেক্ট্রনিক মানির (ই-মানি) মাধ্যমে জাহাজ থেকেই আর্থিক লেনদেন সম্পাদন সম্ভব হবে।

জাহাজে অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থা এখনো নগদনির্ভর। নাবিকদের বেতনের কিছু অংশ নগদেই প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে পারে তারা। আর নিজ দেশে পরিবারের সদস্যদের কাছে অর্থ পাঠাতে তাদের রেমিট্যান্স ফি পরিশোধ করতে হয়। অর্থ পরিশোধের গোটা ব্যবস্থাটি তদারক করে থাকেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

এনওয়াইকের হিসাব অনুযায়ী বছরে তাদের জাহাজগুলোয় প্রায় ৮০ কোটি ডলার নগদ অর্থের প্রয়োজন হয়। এ পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটি তাদের ক্রিয়েটিভ সলিউশন স্টার্টআপ সাপোর্ট সিস্টেমের মাধ্যমে ক্যাশলেস জাহাজ পরিচালনায় ফিনটেকের ব্যবহার পরীক্ষার উদ্যোগ নিয়েছে।

জাহাজে কেনাকাটা ও এখান থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর সবকিছুই নতুন এ নেটওয়ার্ক কাঠামোর মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব। সাশ্রয়ী এই মাধ্যমটিতে সময় ও ঝুঁকিও কমে আসবে অনেকখানি।

কর্মী ছাঁটাই করবে দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ তিন জাহাজ নির্মাতা

কার্যাদেশ কমে যাওয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার শীর্ষ তিন জাহাজ নির্মাতা কোম্পানি তাদের হাজার হাজার অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাইয়ের পদক্ষেপ নেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিক্রয় প্রবৃদ্ধি দুর্বল হয়ে পড়ায় দেশটির দাইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, স্যামসাং হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ ও হুন্দাই হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ চীনের জাহাজ নির্মাতাদের কাছ থেকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে।

কর্মী ছাঁটাইয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি আসতে পারে হুন্দাই হেভির অফশোর ইউনিট উলসান থেকে। গত চার বছরে একটিও কার্যাদেশ পায়নি রিগ নির্মাতা ইউনিটটি। সস্তা শ্রমের কারণে চীন ও সিঙ্গাপুরের রিগ নির্মাতাদের কাছে বাজার হারাচ্ছে এটি।

হুন্দাই হেভির মতো স্যামসাংও কমপক্ষে এক হাজার কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে। তবে, চূড়ান্ত সংখ্যাটি এর চেয়েও বেশি হতে পারে। এদিকে দাইয়ু শিপবিল্ডিং বছর শেষে তাদের কর্মীসংখ্যা নয় হাজারে সীমিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নন-কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি তেল পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির ৭৩তম অধিবেশনে গৃহীত নন-কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি তেল পরিবহনে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে মেরিটাইম শিল্প সংগঠনগুলো। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বৈশ্বিক সালফার সীমা কার্যকরের পরপরই মার্চে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক শিপিং অ্যাসোসিয়েশন বিমকোর উপমহাসচিব লারস রবার্ট পেডারসেন এ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বলেন, "এমইপিসির সিদ্ধান্তে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কমিটি তারিখ নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ের মধ্যে আমরা নিরাপত্তা উদ্বেগগুলো মোকাবিলা করতে পারব। সদস্য দেশগুলোর জন্য সালফার বিষয়ক নীতিমালা কার্যকরের ক্ষেত্রে নন-কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি তেল পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা খুবই জরুরি ছিল।"

ভারি জ্বালানি তেল ব্যবহার ও আর্কটিক জলসীমা দিয়ে এ তেল পরিবহনে নিষেধাজ্ঞার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে ক্লিন আর্কটিক অ্যালায়েন্স ও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী। আলাস্কার আদিবাসী গ্রাম সাভুনগার সভাপতি ডেলবার্ট পানগোউইয়ি বলেন, "আমাদের আর্কটিক সম্প্রদায়, বন্যপ্রাণী ও সমুদ্রের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা জরুরি ছিল। জলবায়ু পরিবর্তন ও এ অঞ্চলে জাহাজ চলাচল বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা এমনিতেই ঝুঁকির মুখে রয়েছি। দূষণমুক্ত আর্কটিক মহাসাগর নিশ্চিত করা গেলে বিশ্ব এ থেকে লাভবান হবে।"

বিমকো জানিয়েছে, আইএমও'র কাছে নতুন প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য এমইপিসি অধিবেশনে অংশ নেওয়া পক্ষগুলো এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছে, যেগুলোয় বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

তবে আইসিএসসহ বেশকিছু শিল্প সংগঠন জ্বালানির প্রাপ্যতা, নিরাপত্তা ও নতুন জ্বালানির সামঞ্জস্যতা বিষয়ে কিছু যৌক্তিক উদ্বেগ তুলে ধরেছে। সংগঠনটি বলছে, নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকরের আগে অনেকগুলো জটিল বিষয় আইএমওকে দ্রুততার সঙ্গে সমাধান করতে হবে। এমইপিসি ও মেরিটাইম সেফটি কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিষয়গুলো আলোচনার দাবি জানিয়েছে তারা। পাশাপাশি জ্বালানির মান নিশ্চিতে সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে এ সংক্রান্ত এক বিস্তারিত প্রতিবেদন মেরিটাইম সেফটি কমিটির কাছে উপস্থাপনও করেছে।

এদিকে বেশ কয়েকটি পরিবেশবাদী সংগঠন মনে করছে, শিপিং শিল্পের জলবায়ু প্রভাব হ্রাসে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে আইএমও আরও আগে থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে পারত। এমইপিসির সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে গ্রিন ট্রান্সপোর্ট গ্রুপ ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "জাতিসংঘের আইএমও সম্মেলনে অংশ নেওয়া সরকারগুলোর প্রতিনিধিরা বৈশ্বিক শিপিং শিল্পে কার্বন হ্রাসের বিষয়ে গত এপ্রিলের বৈঠকেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারত। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা পদ্ধতিগত বিষয়ের ফাঁদেই আটকে আছে।"

সংবাদ সংক্ষেপ

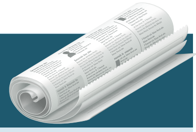

➤ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে দক্ষিণ এশিয়ায় নিহত ২৪

দক্ষিণ এশিয়ার জাহাজ ভাঙ্গা ইয়ার্ডগুলোয় চলতি বছর বিভিন্ন দুর্ঘটনায় ২৪ জন নিহত ও ৯ জন আহত হয়েছে। এনজিও শিপব্রেকিং প্ল্যাটফর্ম এ তথ্য জানিয়েছে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে ভারতের অ্যালাংয়ে অবস্থিত শ্রী গৌতম জাহাজ ভাঙা ইয়ার্ডে তিন শ্রমিক নিহত হয়। ক্রুজ জাহাজ ওশান গালা ভাঙার সময় ওপর থেকে পড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। বর্ষা মৌসুম ও কর্মপরিবেশ নিরাপত্তায় অব্যাহত চাপের কারণে এ সময়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমে এসেছে চট্টগ্রামে।

➤ ছয় মাসে হাজারেরও বেশি স্ক্র্যাবারের কার্যাদেশ

জাহাজে স্ক্র্যাবার স্থাপনের জন্য গত ছয় মাসে এক হাজারেরও বেশি স্ক্র্যাবারের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। স্ক্র্যাবার সংযোজিত আছে বা স্ক্র্যাবার সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলছে এমন জাহাজের সংখ্যা বর্তমানে ১,৮৫০টি। ডিএনভি জিএলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার জাহাজে স্ক্র্যাবার সিস্টেম সংযোজিত হবে। যদিও আইএমও এ সময়ের মধ্যে প্রায় চার হাজার জাহাজে এ সিস্টেম সংযোজিত থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল। স্ক্র্যাবারের শীর্ষ তিন সরবরাহকারী হচ্ছে ভার্টসিলা, আলফা লাভাল ও ইয়ারা মেরিন। বাজারের ৫০ শতাংশ এ তিন কোম্পানির দখলে।

➤ ছোট জাহাজ নির্মাতাদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা দক্ষিণ কোরিয়ার

ছোট ও মাঝারি জাহাজ নির্মাতাদের সহায়তার লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার আরেক দফা আর্থিক প্রণোদনার পরিকল্পনা নিয়েছে। দেশটির সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী, পরিবেশবান্ধব জাহাজ নির্মাণ প্রসারের লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়া জাহাজ নির্মাতাদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রায় ৯০ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হচ্ছে। সরকারের এ পদক্ষেপের মাধ্যমে ২০২৫ সালের মধ্যে ১৪০টি এলএনজিচালিত জাহাজ নির্মাণের কার্যাদেশ পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। দেশটির সরকার একই সময়ের মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ২৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে।

➤ স্ক্র্যাবার থেকে পানি নিষ্কাশন নিষিদ্ধ করবে সিঙ্গাপুর বন্দর

২০২০ সালে জ্বালানি তেলে সালফারের সীমা হ্রাসের বিধান কার্যকরের সময় থেকে সিঙ্গাপুর তাদের জলসীমায় ওপেন-লুপ একজস্ট গ্যাস-স্ক্র্যাবার থেকে পানি নিষ্কাশন নিষিদ্ধের পরিকল্পনা করছে। সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষা ও বন্দরের পানি পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সিঙ্গাপুরের মেরিটাইম ও বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী অ্যান্ড্রু ট্যান। সিঙ্গাপুর সরকারের এ পরিকল্পনার কারণে ওপেন-লুপ স্ক্র্যাবার সংযোজিত জাহাজগুলোকে কমপ্লায়েন্ট জ্বালানি ব্যবহার করতে হবে। আর হাইব্রিড স্ক্র্যাবার সংযোজিত জাহাজগুলোকে স্ক্র্যাবারের মোড ওপেন-লুপ থেকে ক্লোজড লুপে পরিবর্তন করতে হবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ ব্লকচেইন কনসোর্টিয়াম গঠন করছে লাইনার ও টার্মিনাল অপারেটররা

নয়টি ওশান ক্যারিয়ার ও টার্মিনাল অপারেটর ব্লকচেইন কনসোর্টিয়াম গঠনে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করেছে। সাপ্লাই চেইনে বড় ধরনের রূপান্তর ঘটিয়ে এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্যারিয়ার কোম্পানি, টার্মিনাল অপারেটর, কাস্টম এজেন্সি, শিপার ও লজিস্টিক সেবাদাতাসহ সব অংশীজনদের সংযুক্ত করার লক্ষ্য এই উন্মুক্ত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছে। কনটেইনার শিপিং খাতে শিপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি এবং অসম্পূর্ণ তথ্য সমস্যার সমাধানে ব্লকচেইন প্রযুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্লোবাল শিপিং বিজনেস নেটওয়ার্ক (জিএসবিএন) নামে পরিচিত এ কনসোর্টিয়ামের সদস্য কোম্পানিগুলো হচ্ছে সিএমএ সিজিএম, কসকো, এভারগ্রিন, ওওসিএল এবং ইয়াং মিং। টার্মিনাল অপারেটরদের মধ্যে রয়েছে ডিপি ওয়ার্ল্ড, হাচিসন পোর্টস, পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল ও সাংহাই ইন্টারন্যাশনাল। আর সফটওয়্যার সলিউশন প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে কার্গোস্মার্ট।

➤ কোচিন পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হলেন ড. এম বীণা

চেয়ারম্যান হিসেবে কোচিন পোর্ট ট্রাস্টের দায়িত্ব নিয়েছেন কেরালার ত্রিভানদ্রুমের অধিবাসী ডা. এম বীণা আইএএস। পেশায় চিকিৎসক বীণা ১৯৯৯ সালে কেরালা ক্যাডার থেকে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে যোগ দেন। কোচিন পোর্ট ট্রাস্টে যোগদানের আগে তিনি কেএসআইডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং স্মার্ট সিটি ত্রিভানদ্রুমের সিইও এর দায়িত্বে ছিলেন। রোডস অ্যান্ড ব্রিজেস ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন, ভিন্তিলা মবিলিটি হাব, কেরালার ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

➤ হারবার টাগ উন্নয়নে এমপিএ ও পিএসএ এর সঙ্গে জোটবদ্ধ ভার্টসিলা

স্বয়ংক্রিয় নেভিগেশনসহ হারবার টাগ উন্নয়নে মেরিটাইম অ্যান্ড পোর্ট অথরিটি অব সিঙ্গাপুর (এমপিএ) এবং পিএসএ মেরিনের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে প্রযুক্তি কোম্পানি ভার্টসিলা। সিঙ্গাপুরে সদ্য উন্মোচিত ভার্টসিলা অ্যাকসিলারেশন সেন্টারে 'ভার্টসিলা ইন্টেলিটাগ' নামের এ প্রযুক্তি প্রথমবারের মতো যৌথভাবে উন্নয়ন করা হবে। এই প্রযুক্তি সংবলিত ভেসেল টাগ নিরাপত্তায় আরও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে। ফলে বন্দর অপারেটরদের কাজের চাপ কমবে। সিঙ্গাপুরের মতো ব্যস্ততম বন্দরের সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী ভার্টসিলা এ প্রযুক্তি উন্নয়ন করছে।

➤ চীনের সব বন্দরে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে নেপাল

ট্রানজিট প্রটোকল চূড়ান্ত করেছে কাঠমান্ডু ও বেইজিং। ফলে চীনের সবগুলো বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্পাদনের সুযোগ পেতে যাচ্ছে ভূখণ্ডবেষ্টিত নেপাল। অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য সম্পাদনে নেপাল বর্তমানে ভারতের ওপর নির্ভরশীল। ট্রানজিট প্রটোকল চূড়ান্ত হওয়ার ফলে অন্যান্য দেশ থেকে চীনের বন্দরগুলো হয়ে নেপালে পণ্য সরবরাহ করা যাবে। পণ্য পরিবহনে নেপাল এখন চীনের তিয়ানজিন, শেনজেন, লিয়ানিগ্যাং, ঝানজিয়াং সমুদ্রবন্দর এবং লানজিন, লাসা, শিগাতসের মতো স্থলবন্দরগুলো ব্যবহার করতে পারবে।

নাবিকদের প্রশিক্ষণ মডিউল পরিমার্জন প্রয়োজন

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের এসটিসিডব্লিউ কনভেনশন (স্ট্যান্ডার্ডস অব ট্রেনিং, সার্টিফিকেশন অ্যান্ড ওয়াচকিপিং ফর সিফেয়ারার্স) বড় পরিসরে পরিমার্জনের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিংয়ের (আইসিএস) চেয়ারম্যান এসবেন পলসন।

'ম্যানিলা সংশোধনী' সংযোজনের মাধ্যমে ২০১০ সালে এসটিসিডব্লিউ সর্বশেষ সংশোধন করা হয়েছিল। তবে আইএমও সদস্য দেশগুলো প্রায় ২৫ বছর আগে বড় আকারে এ কনভেনশন সংশোধন করে। আইসিএস বলছে, ম্যানিলা সংশোধনী ছিল কিছুটা অন্তর্বর্তীকালীন সংস্কার উদ্যোগ, যেখানে কাঠামোগত বড় কোনো পরিবর্তন না এনে প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন কিছু বিধি যুক্ত করা হয়েছিল। তবে শিপিং শিল্প পরিচালনায় আগামীর জন্য নতুন যেসব প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতা প্রয়োজন হবে সেগুলো বিবেচনায় নিয়ে এ কনভেনশন বিস্তৃত পরিসরে সংশোধন প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পলসন বলেন, এসটিসিডব্লিউ সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও নাবিকদের জাহাজে নিয়োগের আগে অধিকাংশ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাদেরকে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এ কনভেনশন কি একুশ শতকের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট?

চলমান প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এসটিসিডব্লিউ কনভেনশন সংশোধন খুবই জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে অটোমেশন যেভাবে বিভিন্ন খাতের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতিগুলো বদলে দিচ্ছে। পলসন বলেন, "এসটিসিডব্লিউ এ শিল্পের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটাতে সামান্যই ভূমিকা রাখছে। নতুন মডিউল উন্নয়নের আগে আইসিএস বিদ্যমান মডিউলটি পরিত্যাগ করতে চায় না। তবে এসপিসিডব্লিউ যে যোগ্য ও মানসম্মত নাবিক সৃষ্টিতে কার্যকর সেটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। আর এ কারণেই এটি বড় আকারে সংশোধন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

দ্বিতীয় মেয়াদে আইএমও'র মহাসচিব কিতাক লিম

দ্বিতীয় দফায় চার বছর মেয়াদে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন কিতাক লিম। আইএমও কাউন্সিল লিমের নিয়োগ পুনঃনবায়নে সম্মত হয়েছে, যা কার্যকর হবে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে। ডিসেম্বরে আইএমও এর অধিবেশনে নতুন মেয়াদের জন্য তার নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

দক্ষিণ কোরিয়ায় জন্মগ্রহণকারী কিতাক লিম হচ্ছেন আইএমও এর অষ্টম মহাসচিব। পরিবেশ সুরক্ষায় বেশ কয়েকটি উচ্চভিলাষী উদ্যোগ গ্রহণে আইএমওকে সহায়তা করেছেন তিনি। এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যালাস্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, দ্য পোলার কোড, সালফার ক্যাপ-২০২০ এবং ২০৫০ ডিকার্বোনাইজেশন স্ট্র্যাটেজি।

প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন শিল্প থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে আইএমও সদস্য রাষ্ট্রগুলো গত এপ্রিলে প্রাথমিক কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। ২০৫০ সালের মধ্যে এ খাত থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিশ্বের প্রথম মেরিটাইম সাইবার সেন্টার অব এক্সিলেন্স চালু ভার্টসিলার

ফিনল্যান্ডভিত্তিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ভার্টসিলা সিঙ্গাপুরে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম সাইবার সেন্টার অব এক্সিলেন্স (আইএমসিসিই) চালু করেছে। এ সেন্টারে রয়েছে মেরিটাইম সাইবার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম (এমসিইআরটি) ও একটি সাইবার একাডেমি, যা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রথম। ইন্টারন্যাশনাল সাইবার ইন্টেলিজেন্স ও ইনসিডেন্ট সাপোর্ট প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে এমসিইআরটি।

সাইবার সচেতনতা ও সাইবার দুর্ঘটনার বিপরীতে সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে মেরিটাইম শিল্পকে সহায়তার লক্ষ্য থেকেই এ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ভার্টসিলার প্রধান ডিজিটাল কর্মকর্তা মার্কো রায়ান এ প্রসঙ্গে বলেন, মেরিটাইম শিল্পকে রূপান্তর ও ডিজিটালাইজে ভার্টসিলা যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তা আমাদের এ উদ্যোগ থেকেই স্পষ্ট।

সামগ্রিক মেরিটাইম ইকোসিস্টেমে সাইবার রেজিলিয়েন্স উন্নয়নে কাজ করে সংস্থাটি। সাইবার আক্রমণ ও দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সদস্যদের গোয়েন্দা তথ্য, পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করে থাকে তারা।

গ্রিনহাউজ গ্যাস স্ট্র্যাটেজি'র ফলো-আপ কর্মসূচি অনুমোদিত

জাহাজ থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমাতে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) এর স্ট্র্যাটেজির ভিত্তিতে ফলো-আপ কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। আইএমও'র মেরিন এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন কমিটির ৭৩তম অধিবেশনে (এমইপিসি ৭৩) এ অনুমোদন দেওয়া হয়। আইএমও'র প্রাথমিক কৌশলপত্রে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে লক্ষ্য পূরণে 'প্ল্যানিং টুল' হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এই ফলো-আপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর আগে, ২০১৮ সালের এপ্রিলে আইএমও গৃহীত এ কৌশলপত্রে, ২০৫০ সালের মধ্যে নৌপরিবহন শিল্পের দূষণ ৫০ শতাংশ কমানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগগুলো চূড়ান্ত করা হবে। মধ্যমেয়াদিগুলো চূড়ান্ত হবে ২০২৩ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে। আর দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপগুলো ২০৩০ সালের পর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে।

নকল পণ্য পরিবহন বন্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে মেরিটাইম কমিউনিটি

বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপথে নকল পণ্যের পরিবহন সীমিত করতে মেরিটাইম শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিরা একগুচ্ছ 'বেস্ট প্র্যাকটিসেস' নীতি উন্নয়ন করেছে। 'ডিক্লারেশন অব ইনটেন্ট টু স্টপ দ্য মেরিটাইম ট্রান্সপোর্ট অব কাউন্টারফিটস' (ডিওআই)-এ সই করা দেশগুলোর মধ্যে চলমান সহযোগিতার অংশ হিসেবে প্রস্তাবিত বেস্ট প্র্যাকটিসেস নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। শিপিং জাহাজগুলোয় নকল পণ্য পরিবহন রোধে বৈশ্বিক শিপিং শিল্প ও ব্র্যান্ড মালিকদের যৌথ উদ্যোগ হচ্ছে ডিওআই।

বেস্ট প্র্যাকটিসেস নীতিমালা কেওয়াইসি (নো ইয়োর কাস্টমার) নামে পূর্বে প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে উন্নয়ন করা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার লং বিচে অনুষ্ঠিত টিপিএম মেরিটাইম লজিস্টিকস সম্মেলনে এটি প্রকাশিত হয়।

নতুন নীতিমালায় বিদ্যমান গ্রাহকদেরও ডিউ ডিলিজেন্সের আওতায় আনার সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি মেরিটাইম সাপ্লাই চেনের সর্বস্তরে ব্র্যান্ড এবং মেরিটাইম অপারেটরদের শুদ্ধাচার উন্নয়নে আরও কিছু স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের সুপারিশ করা হয়েছে।

আইসিসি'র বিজনেস অ্যাকশন টু স্টপ কাউন্টারফেইটিং অ্যান্ড পাইরেসির (বিএএসসিএপি) পরিচালক সোফি পেরেসন এ নীতিমালা প্রসঙ্গে জানান, "কেওয়াইসি, ডিউ ডিলিজেন্স এবং সাপ্লাই চেইন ইন্টেগ্রিটি বেস্ট প্র্যাকটিসেস সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ব্র্যান্ড মালিক, ভেসেল অপারেটর ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের মধ্যে সফল সহযোগিতার আরও একটি চমৎকার উদাহরণ।"

"আমাদের সবারই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে আমাদের এমন কিছু প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল, যা সবার জন্য দারুণভাবে কাজ করবে। নকল পণ্য পরিবহন প্রতিরোধে বেস্ট প্র্যাকটিসেস কোম্পানিগুলোকে সহায়তা জোগানোর জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা কোম্পানির সাপ্লাই চেইন নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ", বলেন সোফি পেরেসন।

দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ল এনফোর্সমেন্ট ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ক্রাইম কনফারেন্সে এ বিষয়ক নীতিমালা উন্মোচন করা হয়। ডিওআই হচ্ছে স্বেচ্ছাধীন ও আইনগত বাধ্যবাধকতাহীন একটি ঘোষণা। ২০১৬ সালে এটা প্রথম স্বাক্ষর করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নকল পণ্যের 'ধ্বংসাত্মক প্রভাব'-এর কথা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ ঘোষণার অন্যতম নীতিগুলো হচ্ছে, নকল পণ্যের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, সাপ্লাই চেইন নিয়ন্ত্রণের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি, ঝুঁকি পর্যালোচনা ও ডিউ ডিলিজেন্স নিরীক্ষা। নকল পণ্য সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত চক্রকে মেরিটাইম অপারেটররা অসাবধানতাবশত যেন সহায়তা না করে তা নিশ্চিত করতেই এ পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে তুরস্কের মেরিটাইম কোম্পানি আর্কাস ডিওআইয়ে সই করে। আর্কাসের বহরে ৫৩টি জাহাজ রয়েছে। এ ঘোষণায় সই করা অন্য কোম্পানিগুলো হচ্ছে মায়েস্ক, এমএসসি ও সিএমএ সিজিএম।

নাবিকদের মজুরি বাড়াতে চুক্তি

বিশ্বজুড়েই নাবিকদের ন্যূনতম মজুরি সাড়ে চার শতাংশ বাড়াতে আন্তর্জাতিক নৌপরিবহন সংস্থাগুলো একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত জয়েন্ট মেরিটাইম কমিশন (জেএমসি) সাবকমিটির বৈঠকে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন (আইটিএফ) ও ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং (আইসিএস) নাবিকদের বেতন প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৈঠকের জন্য প্রস্তুত করা আইএলওর প্রতিবেদনে বলা হয়, বিদ্যমান মজুরি ক্রয় সক্ষমতার বেশ নিচে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী তিন বছরের মধ্যে নাবিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৭ ডলার বৃদ্ধি করা হবে। চলতি বছর প্রথম দফায় মজুরি বাড়বে ৪ ডলার। পরের দুই বছরে বাড়বে যথাক্রমে ৭ ও ১৬ ডলার। এটি কার্যকর হলে নাবিকদের বর্তমান মজুরি ৬১৪ ডলার থেকে সাড়ে চার শতাংশ বেড়ে ৬৪১ ডলারে উন্নীত হবে।

জাহাজ নির্মাণে নতুন কৌশল উদ্ভাবন

জাহাজ নির্মাণে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও সময় সাশ্রয়ের নতুন এক প্রক্রিয়া উন্নয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি এ পদ্ধতিতে ইস্পাতের প্লেটগুলো জোড়া দেওয়ার সময় আঁকাবাঁকা হওয়ার সম্ভাবনাও কমিয়ে আনা সম্ভব।

হান্টিংটন ইনগলস্ ইন্ডাস্ট্রিজের ইনগলস্ শিপবিল্ডিং বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত 'জয়েনিং-থ্রি' প্রকল্প ইস্পাতের প্লেট জোড়া দেওয়ার সময় কোথায় কোথায় বিকৃতি বা বেঁকে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পারে তা পূর্বানুমানে একটি নতুন কম্পিউটার মডেল উন্নয়ন করেছে। এ মডেলের ব্যবহারিক পরীক্ষা চালানো হয় মার্কিন কোস্টগার্ডের জন্য একটি কাটার নির্মাণের ক্ষেত্রে। দেখা গেছে, একই ধরনের কাটার নির্মাণে নতুন মডেল ব্যবহারের মাধ্যমে ১৩ শতাংশ উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। বিকৃতির হারও কমেছে ৩০ শতাংশ। প্রকল্পটি পরিচালিত হয়েছে লাইটওয়েট ইনোভেশনস ফর টুমরোর (লিফট) মাধ্যমে।

হান্টিংটন ইনগলস্ ইন্ডাস্ট্রিজের প্রধান প্রকৌশলী টি ডি হুয়াং বলেন, কাঠামোগত ওজন হ্রাস ও নতুন কমব্যাট সক্ষমতা যুক্ত করতে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ নকশায় পাতলা কিন্তু শক্তিশালী উপকরণ ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। তবে এ প্রক্রিয়ায় মান নিয়ন্ত্রণ ও জোড়া অংশের বিকৃতি রোধের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাতে জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে। তিনি বলেন, লিফট প্রকল্প বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ দিয়েছে এবং ইস্পাতের জোড়া অংশের বেঁকে যাওয়ার সমস্যা বেশ ভালোভাবেই মোকাবিলা করা গেছে।

গত দুই বছর ধরে জয়েনিং-থ্রি প্রকল্পের সদস্যরা ১৯টি পরীক্ষামূলক প্যানেল নির্মাণ করেছে। ইন্টিগ্রেটেড কম্পিউটেশনাল ম্যাটেরিয়ালস ইঞ্জিনিয়ারিং (আইসিএমই) মডেলিং ব্যবহার করে বিকৃতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা ফিটিং, ওয়েল্ডিং ও সংযোজন বিন্যাসে নতুন ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। সুপারিশকৃত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরে পূর্ণ অবয়বের মক-আপ ইউনিট নির্মাণ করা হয়।

সংবাদ সংক্ষেপ

মেরিটাইম মধ্যস্থতা প্রসারে সম্মত সিঙ্গাপুর ও চীন

সমুদ্র বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর মাধ্যম হিসেবে মেরিটাইম মধ্যস্থতা প্রসারে সিঙ্গাপুর চেম্বার অব মেরিটাইম আরবিট্রেশন (এসসিএমএ) ও চীনের মেরিটাইম আরবিট্রেশন কমিশন (সিএমএসি) এক সহযোগিতা চুক্তিতে পৌঁছেছে। চুক্তির অধীনে এসসিএমএ ও সিএমএসি নানা বিষয়ে সম্মেলন ও কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে মেরিটাইম মধ্যস্থতায় যৌথভাবে কাজ করবে। উভয় প্রতিষ্ঠানই একে অপরের আরবিট্রেটর প্যানেলে উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিনিধি নিয়োগের সুপারিশ করবে। সিএমএসির উপমহাসচিব চেন বো বলেন, আমাদের চলমান সহযোগিতার অংশ হিসেবে এ চুক্তি সইয়ের ঘটনা একটি মাইলফলক। এসসিএমএ'র সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও গভীর করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

থাইল্যান্ডে ইলেকট্রিক প্যাসেঞ্জার ফেরি চালু

ব্যাংকক মেট্রোপলিটন অথরিটি (বিএমএ) থাইল্যান্ডে প্রথম বিদ্যুৎচালিত প্যাসেঞ্জার ফেরি চালু করেছে। প্রায় ৪৮ ফুট দৈর্ঘ্যের এ ভেসেলটির ডিজেল ইঞ্জিন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বিএমএ এর ক্রুংথেপ থানাকম কোম্পানি পরিচালিত ফেরি বহরের অংশ হচ্ছে নতুন এ ইলেকট্রিক ফেরি। ৪০ জন যাত্রী ধারণে সক্ষম এ ফেরি হুয়া লাম্পজং থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের থিওয়েস পিয়ারের মধ্যে চলাচল করে। স্মার্ট সিটি ভিশনের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ এক অর্জন বলে জানিয়েছেন ক্রুংথেপ থানাকম কোম্পানির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক একারিন ভাসানাসং।

আকরিক পরিবহনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইন্টেলিজেন্ট ক্যারিয়ার নির্মাণ

সাংহাই ওয়াইগাওকিয়ো শিপইয়ার্ড আকরিক পরিবহনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইন্টেলিজেন্ট ভেরি লার্জ ওরে ক্যারিয়ার (আইভ্লক) হিসেবে 'প্যাসিফিক ভিশন' নামের একটি জাহাজ চায়না মার্চেন্টস এনার্জি শিপিং কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করেছে। ডিএনভি জিএলের স্মার্টশিপ ডেসক্রিপটিভ নোটেশন অনুযায়ী নির্মিত বিশ্বের প্রথম ভ্লক জাহাজ হচ্ছে প্যাসিফিক ভিশন। নোটেশনের শর্তগুলো পূরণের জন্য জাহাজটিতে একটি ইন্টিগ্রেশন প্ল্যাটফর্ম, স্মার্ট নেভিগেশন ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম, এনার্জি ইফিশিয়েন্সি ম্যানেজমেন্ট ও অপটিমাইজেশন সিস্টেম এবং স্মার্ট ভেসেল অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স সিস্টেম সংযুক্ত করা হয়েছে।

সুমিত শর্মা উইসটা ইন্ডিয়ার নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

উইমেন'স ইন্টারন্যাশনাল শিপিং অ্যান্ড ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েশন (উইসটা), ইন্ডিয়ার বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সুমিত শর্মা। লজিস্টিকস কার্ট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ক্লায়েন্ট রিলেশনস ও মার্কেটিং বিভাগের প্রধান তিনি। ৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সুমিত শর্মা বলেন, "শিপিংয়ে নিয়োজিত নারীদের জন্য চমৎকার এক বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে উইসটা। দায়িত্ব পালনের সময় আমি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে সাব চ্যাপ্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উইসটার পরিধি বাড়াতে কাজ করব।" উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এখনো উইসটা চ্যাপ্টার গঠন করা হয়নি।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ বাংলাদেশে চোখ ভারতীয় কাপড় উৎপাদকদের

বাংলাদেশের কাপড় বাজারের বড় অংশ দখলের উদ্যোগ নিচ্ছে ভারতীয় উৎপাদকরা। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ এ শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে মূলত ভারত ও চীনের ওপর নির্ভরশীল। গার্মেন্টস খাত পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ প্রতি বছর ৭০০ কোটি ডলারের কাপড় আমদানি করে থাকে। এর মধ্যে ভারত থেকে আসে ২০০ কোটি ডলার ও চীন থেকে ৫০০ কোটি ডলারের কাপড়। ভারতীয় উৎপাদকরা এখন বাংলাদেশে আরও বেশি পরিমাণ কাপড় রপ্তানির সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখছে। এ ছাড়া শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার থাকায় ভারতের পোশাক কোম্পানিগুলোও বাংলাদেশ থেকে উচ্চ মানসম্পন্ন পোশাক পণ্য স্বল্প খরচে কেনার সুযোগ পাচ্ছে।

➤ শ্রীলঙ্কায় অবকাঠামো প্রকল্পে গতি আনছে ভারত

দেশটিতে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত করতে সম্মত হয়েছে শ্রীলঙ্কা ও ভারত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও সফররত শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহের মধ্যে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৈঠকে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্প নিয়ে আলোচনায় জাফনায় একটি আবাসন প্রকল্পের কাজ নিয়ে কথা বলেন তারা। চীনা কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে এ প্রকল্পের কাজটি ভারতকে দেওয়া হয়েছে। দ্বীপ রাষ্ট্রটির পালালিতে একটি বিমানবন্দর, কঙ্কেসানথুরাইয়ে একটি বন্দর এবং কলম্বোয় একটি কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণেও যুক্ত রয়েছে ভারত।

➤ রটারড্যাম বন্দর পেল এসপো ২০১৮ পুরস্কার

রটারড্যাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে ২০১৮ সালের ইউরোপিয়ান সি পোর্টস অর্গানাইজেশন (এসপো) পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। বন্দরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, পরিবেশ সুরক্ষায় বিনিয়োগ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, বৈষম্যহীনতা ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে সহযোগিতা প্রসারের কারণে বন্দরটিকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। বন্দর, বন্দর শহর ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগের কারণেই হামবুর্গ বন্দরকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। তাদের গৃহীত উদ্যোগগুলোর মধ্যে ছিল বন্দরে নিয়োজিত কোম্পানিগুলোর চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, বন্দরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন, রটারড্যাম ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বেশি সংখ্যক মানুষকে নিয়োগ প্রদানের উদ্যোগ ইত্যাদি।

➤ দক্ষিণ চীন সাগর পর্যবেক্ষণে চীনের গোয়েন্দা স্যাটেলাইট

দক্ষিণ চীন সাগরে জাহাজ চলাচলের ওপর নজরদারি রাখতে চীনের একাডেমি অব সায়েন্স ১০টি স্যাটেলাইটের একটি বহর নির্মাণে কাজ করছে। ২০২১ সালের মধ্যে এই মনিটরিং নেটওয়ার্কের কাজ শেষ হবে। এ অঞ্চলের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ইতিমধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেশকিছু দ্বীপে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, জাহাজ বিধ্বংসী মিসাইল মোতায়েনসহ ঘাঁটি নির্মাণ করেছে চীন।

দ. কোরিয়ার জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ভর্তুকি নিয়ে জাপানের অভিযোগ

ধুঁকতে থাকা জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে রক্ষা করতে দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নীতিমালা লঙ্ঘন করে ভর্তুকি প্রদান করছে বলে অভিযোগ করেছে জাপান। তবে জাপানের এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে দেশটি।

জাপান বলছে, দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীন কোরিয়া ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব কোরিয়া দেশটির জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ডিএসএমই, সাংডং শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এসটিএক্স অফশোর অ্যান্ড শিপবিল্ডিংকে ঋণ, অনুদান, তহবিল, গ্যারান্টি, বীমা এবং অন্যান্য অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে যে ভর্তুকি প্রদান করেছে তা ডব্লিউটিও'র নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। এ ভর্তুকিগুলো ডব্লিউটিও'র সাবসিডিজ অ্যান্ড কাউন্টারভেইলিং মেজারস (এসসিএম চুক্তি) এবং জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন ট্যারিফস অ্যান্ড ট্রেড (গ্যাট), ১৯৯৪ চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। দক্ষিণ কোরিয়ার এ অন্যায্য ভর্তুকি বাজারকে অস্থিতিশীল করছে এবং অতি সরবরাহের যে সমস্যায় এ শিল্প ভুগছে তার পেছনে ভূমিকা রাখছে।

এই প্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য, শিল্প ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে জাপানকে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে আলোচনা করে আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি তারা পর্যালোচনা করেছে এবং সেখানে কোনো অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়নি। আলোচনায় কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হলে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) শরণাপন্ন হবে উভয় দেশ। এদিকে, ডব্লিউটিও জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া এই আলোচনায় ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও (ইইউ) আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাদের আমন্ত্রণ জানানোকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে ইইউ। মেরিটাইম প্রযুক্তির বৈশ্বিক উৎপাদন মূল্যের ২৩ শতাংশে অবদান রয়েছে ইইউর। এ শিল্পের বাজারের আকার ১১ হাজার ২৫০ বিলিয়ন ইউরো। জাহাজ নির্মাণ ও রপ্তানির পাশাপাশি ইঞ্জিন ও নেভিগেশনাল যন্ত্রাংশ নির্মাণ করে জোটভুক্ত দেশগুলো। এ আলোচনা জাহাজের ইঞ্জিন ও অন্যান্য মেরিটাইম যন্ত্রাংশসহ জাহাজের মূল্যের ওপর যথেষ্ট প্রভাব রাখতে পারে। এ কারণে ডব্লিউটিওতে পাঠানো চিঠিতে এ আলোচনায় তাদের যথেষ্ট বাণিজ্য স্বার্থ রয়েছে বলে জানিয়েছে ইইউ।

সাম্প্রতিক সময়ে নাজুক পরিস্থিতিতে রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মাণ শিল্প। বিশেষ করে হানজিন দেউলিয়াত্বের পর সংকট আরও চরমে পৌঁছেছে। সংকট উত্তরণে নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগটি হচ্ছে কোরিয়া ওশান বিজনেস করপোরেশন প্রতিষ্ঠা। দেশটির শিপিং ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ সংস্থাটি আর্থিক ও নীতিমালাগত সহায়তা প্রদান করবে।

'নাবিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ' অধিকার জোরদার হচ্ছে এশিয়ায়

এশিয়ার নেতৃস্থানীয় সমুদ্রগামী দেশগুলো নাবিকদের সুরক্ষার আন্দোলনে যুক্ত হয়ে তাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ প্রসঙ্গে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সম্মেলনে এ নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয়েছে। সিফেয়ারার্স রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (এসআরআই) এবং ফিলিপাইনের শ্রম ও কর্মসংস্থান বিভাগ এ সম্মেলন আয়োজন করে।

ম্যানিলা ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন (আইএমও) ও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের (আইএলও) নীতিমালাগুলোর কার্যকর ও যথাযথ বাস্তবায়ন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১০টিরও বেশি দেশের সরকারি প্রতিনিধিরা এ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে। আন্তর্জাতিক বহরে নাবিক সরবরাহে এশিয়ার দেশগুলোই শীর্ষে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে নাবিকরা। বিশেষ শ্রেণির শ্রমিক হিসেবেই তাদের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

এসআরআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'বৈশ্বিক শিপিং শিল্পের ধরন এবং নাবিকদের যে ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইনের সংস্পর্শে আসতে হয় সেটা বিবেচনায় নিয়ে তাদের বিশেষ সুরক্ষা প্রয়োজন। বিশেষ করে মেরিটাইম দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এ ধরনের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি হয়ে পড়ে।

এসআরআইয়ের নির্বাহী পরিচালক দেইরদ্রে ফিটজপ্যাট্রিক বলেন, নাবিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ম্যানিলা ঘোষণা গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। বেশ কয়েকটি দেশ এরই মধ্যে এগুলো বাস্তবায়ন শুরু করেছে। অন্য দেশগুলোরও বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের নিজস্ব আইনের মধ্যে এটা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের (আইটিএফ) সাধারণ সম্পাদক স্টিফেন কটন ম্যানিলা ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই শক্তিশালী ঘোষণা নাবিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণের সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আইটিএফ বিশ্বব্যাপী দুই কোটিরও বেশি শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব করে।

নিরাপত্তা ইস্যুতে এশিয়া-প্যাসিফিক শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগ

হাচিসন পরিচালিত বন্দরের টার্মিনাল অপারেশনে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নগুলো একটি আঞ্চলিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করেছে। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে হাচিসনের টার্মিনালগুলোয় নাজুক নিরাপত্তা পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এ কমিটি গঠিত হয়েছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জেআইসিটির সেরিকাত পেকারজা, পাকিস্তানের সাউথ এশিয়া পোর্ট টার্মিনাল ডেমোক্রাটিক ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং মেরিটাইম ইউনিয়ন অব অস্ট্রেলিয়া (এমইউএ)।

এমইউএ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আমরা যেখানেই অবস্থান করি না কেন, আমাদের সবার জীবনের মূল্য সমান। হাচিসনকে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে।" ইউনিয়নটি জানিয়েছে, গত দুই বছরে তিনটি দেশে হাচিসন পরিচালিত টার্মিনালগুলোয় বেশ কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। এগুলোর মধ্যে ছয়টি ছিল প্রাণঘাতী, আর অন্যগুলোয় গুরুতর আহত হয়েছে অনেকে।

জাকার্তার জেআইসিটি টার্মিনালের ডেপুটি প্রেসিডেন্ট জানান, গত ১৮ মাসে সংঘটিত দুর্ঘটনায় চার শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শ্রমিকদের মৌলিক নিরাপত্তা অধিকার নিয়ে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

এমইউএর কুইন্সল্যান্ড শাখার সেক্রেটারি বব কার্নেগি বলেন, "বিশ্বের সবচেয়ে বড় পোর্ট অপারেটর হাচিসন। কিন্তু এখানেই শ্রমিক নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে অবহেলিত। বড় টার্মিনাল অপারেটরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে শোষণমূলক কর্মব্যবস্থা হাচিসনের। এখানে এমন এক ব্যবস্থা চালু রয়েছে যা কর্মঘণ্টা বাড়িয়ে চলে, বিশ্রামের সুযোগ সীমিত রাখে এবং কর্মীবাহিনীর মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে।"

অস্ট্রেলিয়ায় হাচিসনের বিরুদ্ধে ইউনিয়নগুলোর বিরোধ চলমান রয়েছে। ২০১৫ সালে হাচিসন পরিচালিত বন্দরগুলোয় ধর্মঘটের কারণে এমইউএর বিরুদ্ধে বড় অঙ্কের জরিমানা আরোপের মামলায় হেরে গেছে অস্ট্রেলিয়ার ফেয়ার ওয়ার্ক অমবাডসম্যান। টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে ১০০ জন কর্মীকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওই ধর্মঘট ডেকেছিল এমইউএ।

তিনটি ইউনিয়নই নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে বর্তমানে হাচিসন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

নেপালকে সংযুক্ত করে রেলপথ নির্মাণ করছে চীন

তিব্বতের পশ্চিম অংশকে সংযুক্ত করে নেপাল পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে চীন। এ লক্ষ্যে তিব্বতের সীমান্তবর্তী কেরাং শহর থেকে কাঠমান্ডু পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। তিব্বতের শহর শিগেজকে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর সঙ্গে সংযুক্ত করবে এ রেলপথ।

রেলপথ নির্মাণে প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও রাজনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ে দেশ দুটি ১০টিরও বেশি চুক্তি সই করেছে। রেলপথের পাশাপাশি 'ক্রস হিমালয়ান কানেক্টিভিটি নেটওয়ার্ক' নির্মাণে নেপালের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে চীন।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী খড়গ প্রসাদ শর্মা ওলি এ প্রসঙ্গে বলেন, "ক্রসবর্ডার কানেক্টিভিটি নেপালের অন্যতম অগ্রাধিকার।" এ ছাড়াও নেপালের জলবিদ্যুৎ সম্পদ উন্নয়নে দুই দেশের যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

প্রথম নারী ক্যাপ্টেন নিয়োগ বিডব্লিউ এলএনজির

সিঙ্গাপুরভিত্তিক বিডব্লিউ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান বিডব্লিউ এলএনজি প্রথম নারী ক্যাপ্টেন হিসেবে তাতজানা প্লেতেনোকে নিয়োগ দিয়েছে। এলএনজি ট্যাংকার বিডব্লিউ জিডিএফ সুয়েজ এভেরেটে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

লাটভিয়ান মেরিটাইম একাডেমি থেকে ডিগ্রি নেওয়ার পর ২০০১ সালে তাতজানা নরওয়ের শিপিং কোম্পানি বার্গেসেনে ডেস্ক ক্যাডেট হিসেবে চাকরি জীবন শুরু করেন। ক্যাপ্টেন হওয়ার প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রসঙ্গে তাতজানা প্লেতেনো বলেন, প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ শেষে কয়েক বছর সমুদ্রে থাকার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হবে, ভালো মূল্যায়ন রিপোর্টও প্রয়োজন। পদোন্নতির জন্য নানা পরীক্ষার পাশাপাশি জ্যেষ্ঠ সহকর্মী, কোর্স ইনস্ট্রাকটর, মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে ফিডব্যাকও জরুরি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কঠোর পরিশ্রম করে যাওয়া ও ক্যারিয়ারে সুনাম ধরে রাখা।

সংবাদ সংকেত

- চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান বাণিজ্যযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সয়াবিনের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ইরান। গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ইরানে প্রায় সোয়া চার লাখ টন সয়াবিন রপ্তানি করেছে।
- সিঙ্গাপুরে যৌথ উদ্যোগের টার্মিনালে দুটি নতুন বার্থ নির্মাণে কসকো শিপিং পোর্টস এবং পিএসএ করপোরেশন একটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে। বার্থ দুটি নির্মাণের ফলে ওই টার্মিনালে মোট বার্থের সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচটিতে।
- গত ২১ অক্টোবর চীনের লিয়াওনিং প্রদেশের উপকূলে বালি বোঝাই একটি কার্গো জাহাজ ডুবির ঘটনায় ১১ নাবিক নিখোঁজ হয়েছেন। দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধার অভিযানে নামে মেরিটাইম সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ সেন্টার।
- পোর্ট অপারেটর হাচিসন পোর্টস থাইল্যান্ড তাদের লায়িম শাবাং বন্দরে ওশান নেটওয়ার্ক এক্সপ্রেসের (ওয়ান) মালিকানাধীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বক্সশিপ জাহাজ 'ওয়ান কলম্বিয়াকে' স্বাগত জানিয়েছে।
- ইনপেক্স পরিচালিত ইকথাস এলএনজি প্রকল্প থেকে এলপিজি সরবরাহ শুরু হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় শহর ডারউইনের কারখানা থেকে হেলাস গ্লাডিয়েটর ক্যারিয়ারের মাধ্যমে এশিয়ায় এ গ্যাস সরবরাহ শুরু করেছে কোম্পানিটি।
- অ্যান্টার্কটিক মহাসাগরে তিমি গবেষণায় নতুন অভিযান শুরু করেছে জাপান। গবেষণার উদ্দেশ্যে পরিচালিত এ অভিযানে দেশটি ২০১৯ সালের মার্চের মধ্যে ৩৩৩টি মিনকে তিমি পরীক্ষা করবে।
- বৈশ্বিক নৌপরিবহন শিল্পের পরিচালন ব্যয় ২০১৭ সালে এক দশমিক তিন শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট এবং শিপিং কনসালট্যান্ট মুর স্টিফেনস এ তথ্য জানিয়েছে।
- জ্বালানি তেলে সালফারের সীমা হ্রাসের শর্ত পূরণে প্রায় ৩০ শতাংশ জাহাজ মালিক ব্যর্থ হবে বলে জানিয়েছে ওপেক।
- হামাদ বন্দর উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ২০১৯ সালের প্রথমার্ধে শুরু করবে কাতার। দেশটির পরিবহন ও যোগাযোগমন্ত্রী জসিম বিন সাইফ জানিয়েছেন, ইকুয়েপমেন্ট, অপারেশন এবং ক্লিয়ারেন্সের কাজ প্রথম পর্যায়েই শেষ করা হয়েছে।
- শাবাহার বন্দরে চলমান ইরান-ভারত যৌথ প্রকল্পকে ইরানে আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত রাখা হয়েছে। আফগানিস্তানে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সরকারের জন্য ত্রাণ ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহে ভূমিকা রাখবে এ বন্দর।
- সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিদেশি আমদানিকারকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১ লাখ টন অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। এরপরে রয়েছে যুক্তরাজ্য, তাইওয়ান এবং নেদারল্যান্ড।
- চীনে ক্রুজ হাব নির্মাণ করবে ইতালির জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফিনকানতিয়েরি। দুটি ক্রুজ জাহাজ নির্মাণে ২০১৭ সালে ফিনকানতিয়েরি, সিএসএসসি এবং কার্নিভাল করপোরেশনের মধ্যে যে চুক্তি সই হয় তার ভিত্তিতে এই ক্রুজ হাব নির্মাণ করা হচ্ছে।
- ডাবলিন বন্দরের সাউথব্যাঙ্ক জেটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সময় দুর্ঘটনায় ডেনিস গোমেজ রেগানা নামের এক নাবিক নিহত হয়েছেন। ফ্রানকপ জাহাজের এই নাবিক ফিলিপাইনের নাগরিক ছিলেন।

গ্রন্থ পরিচিতি

দ্য লাস্ট গ্রেইন রেস

এরিক নিউবি

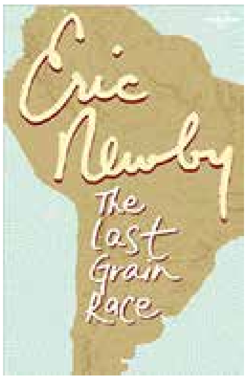

দ্য লাস্ট গ্রেইন রেস বইটি উত্তাল সাগরে একজন নাবিকের দুঃসাহসিক যাত্রার রোমাঞ্চপূর্ণ বর্ণনা, যার সাথে জড়িয়ে রয়েছে সমুদ্র বাণিজ্যের এক অনবদ্য ইতিহাস। ১৯২১ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া থেকে শস্য সংগ্রহের মৌসুমে ইউরোপের পালতোলা বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগর সবার আগে পাড়ি দেওয়ার এক অলিখিত প্রতিযোগিতায় নেমে যেত। সে রকম এক জাহাজের গল্পই বিবৃত হয়েছে এই বইটিতে। যুদ্ধের পর ইঞ্জিনচালিত জাহাজের বহুল ব্যবহার শুরু হলে এ প্রবণতা বন্ধ হয়। খ্যাতনামা ভ্রমণকাহিনী লেখক এরিক নিউবির লেখা দ্য লাস্ট গ্রেইন রেস বইটি একইসাথে চিত্তাকর্ষক এবং তথ্যবহুল।

১৯৩৯ সালে অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় চার মাস্তুলের বাণিজ্য তরী মোশুলুতে সাধারণ নাবিক হিসেবে চড়ে বসেন ১৮ বছরের তরুণ নিউবি। ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ অব গুড হোপ হয়ে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পোর্ট লিংকনে পৌঁছায় মোশুলু। পণ্য নিয়ে ফিরতি যাত্রায় দক্ষিণ আমেরিকা উপকূলের সর্বদক্ষিণ বিন্দু কেপ হর্ন হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর এবং দুই আটলান্টিকের বিপৎসংকুল সাগরপথ পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে রওনা হওয়ার ৯১ দিন পর অন্যসব জাহাজের চেয়ে আগে আয়ারল্যান্ডে নোঙর করে জাহাজটি, জিতে নেয় শেষ শস্য দৌড়।

নিউবিদের যাত্রা সহজ ছিল না মোটেই। জাহাজটি উত্তাল আইরিশ সাগর পাড় হয়ে যখন জিব্রালটার অতিক্রম করছিল তখন নাবিকদের শোবার জায়গা ছারপাকায় সয়লাব হয়ে যায়। তাই তারা বিছানা দড়িতে ঝুলিয়ে রাখতো। আবার সমুদ্রে তারা টর্নেডোর মাঝে পড়ে। দেখা দেয় খাদ্য সংকট। নিউবি তার শেষ পিচ ফলের ক্যানটি সহযাত্রীর সাথে ভাগ করে খায়। এরকম সব ঘটনাই বইটিতে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলে গেছেন নিউবি।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত বইটিতে লেখকের নিজের তোলা বেশ কিছু দুর্লভ ছবি স্থান পেয়েছে। বুদ্ধিদীপ্ত এবং একইসাথে হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে লেখা ডেক ও বিলো ডেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো পাঠককে কখন যেন নিউবির শস্য দৌড় যাত্রার সহযাত্রীতে পরিণত করে ফেলে। লাস্ট গ্রেইন রেস তাই হয়ে উঠেছে বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকের তুমুল প্রতিযোগিতাপূর্ণ সমুদ্র বাণিজ্যের এক অসামান্য দলিল।

১৯৯৯ সালে লোনলি প্ল্যানেট বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেছে। ২৮৮ পৃষ্ঠার হার্ডকভারে বাঁধাই বইয়ের মূল্য রাখা হয়েছে ৪১ মার্কিন ডলার, পেপারব্যাক সংস্করণের দাম পড়বে ২.৫১ ডলার।

আইএসবিএন ১০: ০৮৬৪৪২৭৬৮৯
আইএসবিএন ১৩: ৯৭৮-০৮৬৪৪২৭৬৮৭

কে তিনি?

'ফাদার অব দ্য নিউ ফ্রান্স' হিসেবে পরিচিত এই ব্যক্তি ছিলেন একাধারে একজন নৌঅভিযাত্রী, মানচিত্রকর, সৈনিক এবং অনুসন্ধানকারী। নাবিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই বিখ্যাত নৌঅভিযাত্রী ছোটবেলায় তাঁর পিতা ও চাচার সাথে বেশ কিছু সমুদ্রযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের কাছ থেকেই প্রথম জীবনে মানচিত্রতৈরিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত এবং নেভিগেশন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রায় ২১টি নৌঅভিযান পরিচালনা করেন তিনি। কানাডিয়ান এলাকায় ক্যুবেক সিটি প্রতিষ্ঠাও তাঁর হাতেই। এ ছাড়াও একাডিয়াসহ আরও বেশ কিছু উপনিবেশও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। সতেরো শতাব্দীতে ফরাসি সমৃদ্ধির অন্যতম এই অগ্রপথিক ক্যুবেক সিটির গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ১৬৩৫ সালে ক্রিস্টমাস ডে'তে মৃত্যুবরণ করেন।

কে তিনি?

[কে তিনি? এর সমাধান মিলিয়ে নিন ২৩ নং পাতায়]

বন্দর পরিচয়

গুয়াংজু বন্দর

গুয়াংজু বন্দর চীনের শীর্ষ পাঁচটি বৃহত্তম বন্দরের একটি। এটি দক্ষিণ চীনের প্রধান বৃহত্তম বন্দর। বন্দরটি দক্ষিণ চীন সাগর তীরে পার্ল নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত। প্রাচীন এই বন্দরটির বেশ সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আজকের গুয়াংজু বন্দর গড়ে উঠেছে পুরোনো হুয়াংপু বন্দর থেকে। হুয়াংপু চীনের প্রাচীন সিল্ক রুটের শুরুর দিকের একটি বন্দর ছিল। পরবর্তীতে মিং এবং চিং শাসনামলে এই বন্দরটি চীনের অন্যতম ব্যস্ত বন্দরে পরিণত হয়।

দক্ষিণ চীনের অন্যতম অর্থনৈতিক কেন্দ্র এই গুয়াংজু বন্দর প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রদেশের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা গুয়াংজু পোর্ট অথরিটি দ্বারা পরিচালিত বন্দরটির আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাণিজ্যের পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত। বিশ্বের ৮০টি দেশের প্রায় ৩০০টি বন্দরের সাথে গুয়াংজুর সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিবছর এই বন্দর দিয়ে পরিবাহিত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি দেশটির কার্গো ভলিউম বৃদ্ধি এবং কোরিয়া ও চীনের মধ্যকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সুফল পেয়েছে গুয়াংঝু বন্দর। ২০১৬ সালে প্রায় ১৮.৯ মিলিয়ন টিইইউ এর কাছাকাছি কনটেইনার হ্যান্ডলিং করে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বন্দরটি। বিশ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতার কনটেইনার জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা রয়েছে এই বন্দরের। 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্পের অংশ হিসেবে বর্তমানে বন্দর কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের মেরিটাইম বাণিজ্যের সুযোগ আরও বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। তারা হামবুর্গ বন্দরের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সাক্ষর করেছে। এ ছাড়াও অ্যান্টওয়ার্প, নিউ জার্সি এবং সাভানা বন্দরের সাথেও বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে যৌথ উদ্যোগে কাজ করছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ চীনের প্রধান সমুদ্র বন্দর গুয়াংজু

লয়েড'স এর বিশ্বের সেরা একশ কনটেইনার বন্দরের তালিকায় ৭ম স্থানে থাকা এই বন্দরটি চীনের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এই বন্দর দিয়ে অনেক ধরনের কার্গো হ্যান্ডলিং করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে–এখানকার বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্য, কয়লা, স্টিল, আকরিক, তেল, শস্য, এই অঞ্চলের বিভিন্ন বনজ সামগ্রী, সার, অটোমোবাইল ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক শিপিং হাব হয়ে উঠতেও বন্দরটির বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। গুয়াংজুর পর্যটন শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ এই বন্দর অনেকগুলো ক্রুজ লাইনকে পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন লজিস্টিক সেবাও দিয়ে থাকে।

দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগাতে হবে: প্রধানমন্ত্রী

দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমুদ্রসম্পদকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৯ অক্টোবর রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের লা মেরিডিয়ান হোটেলে দ্বিতীয় সাউথ এশিয়া মেরিটাইম অ্যান্ড লজিস্টিকস ফোরাম ২০১৮-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''নৌপরিবহন খাতে দক্ষিণ এশিয়ার রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাময় খাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব।''

তিনি আরও বলেন, ''আমরা শুধু বাংলাদেশ নিয়েই ভাবি না। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর সঙ্গে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করতেও বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট আন্তরিক।''

নৌপরিবহন শিল্পকে জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ''অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে যৌক্তিক ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবহন মাধ্যম হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি। এজন্য আমরা বন্ধ হয়ে যাওয়া নৌরুটগুলো চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি। দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলপথের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও দিন দিন বাড়ছে।''

নৌপরিবহন খাতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং শ্রীলঙ্কার কলম্বো ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কনফারেন্স ইভেন্টস ও ভারতের গেটওয়ে মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড এর সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী এ কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। ভারতের সড়ক ও নৌপরিহনমন্ত্রী মানসুখ মান্দাভিয়া, শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল পলিটিকস অ্যান্ড ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ড. হর্ষ ডি সিলভা, ইন্ডিয়া গেটওয়ে মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের এডিটর ইন চিফ রাম প্রসাদ রবি এবং বাংলাদেশের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুস সামাদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের নৌপরিবহন শিল্প নিয়ে একটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

দ্বিতীয় সাউথ এশিয়া মেরিটাইম অ্যান্ড লজিস্টিকস ফোরাম ২০১৮-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নৌপরিবহন খাতের গুরুত্ব তুলে ধরেন

দুই মাসের ব্যবধানে বন্দরে যুক্ত হলো ছয়টি 'কি গ্যান্ট্রি ক্রেন'

চীন থেকে আমদানিকৃত তিনটি নতুন 'কি গ্যান্ট্রি ক্রেন' যুক্ত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে। গত ৫ অক্টোবর চীন থেকে আসা ক্রেনবাহী জাহাজ এমভি জিন চেং হাই ইয়ং চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের (এনসিটি) ৫ নম্বর জেটিতে বার্থিং করে। এর আগে আগস্ট মাসে যে তিনটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন আনা হয়েছিল সেগুলো বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের ৩ নম্বর জেটিতে বসানো হয়েছে। ট্রায়াল শেষে এরই মধ্যে সেগুলো সফলভাবে অপারেশনও শুরু করেছে। নতুন যুক্ত হওয়া গ্যান্ট্রি ক্রেন তিনটি এনসিটির ৪ ও ৫ নম্বর জেটিতে বসানো হবে।

আমদানি পণ্যের তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা নিশ্চিতের তাগিদ

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে আসা সব ধরনের আমদানি পণ্য খালাসের জন্য বন্দরের মেগাপোর্ট গেট ব্যবহারের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে যেকোনো আমদানি পণ্য বন্দর দিয়ে খালাসের আগে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা নিশ্চিত করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির ৬০তম সভায় বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়। এখন থেকে পণ্যে কোনো ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি নেই দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এমন ঘোষণাপত্র সংগ্রহের পরই তা খালাসের জন্য বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে সক্ষমতা বাড়াতে চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ ও বহির্গমনের যেসব জেটি গেটে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্র (আরপিএম) বসানো হয়নি তা দ্রুত বসানো এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দক্ষ জনবল নিয়োগের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিরাপত্তার বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দায়িত্বশীল সব সংস্থাকে ইতিমধ্যেই চিঠি (ডিও) দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালক (নিরাপত্তা) লে. কর্নেল মো. আবদুল গাফফার স্বাক্ষরিত এই ডিও ইতিমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে। একই ডিও'র অনুলিপি সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কমিশনার এবং কাস্টম হাউস (জেটি) যুগ্ম কমিশনারের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের ১২টি জেটির মধ্যে চারটিতে আরপিএম বসানো হয়েছে। এসব জেটি সাধারণত বিভিন্ন রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার আগে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা করে থাকে। বাকিগুলোতে আরপিএম সীমাবদ্ধতা এবং জনবলের ঘাটতির কারণে আমদানি হওয়া বেশিরভাগ পণ্য উন্মুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতি শেষে খালাস করা হয়।

মোংলা বন্দরের ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে নেপালে পণ্য রপ্তানি শুরু

নেপালের সঙ্গে ট্রানজিট চুক্তির পর প্রথমবারের মতো মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পণ্য রপ্তানি শুরু হয়েছে। চীনের একটি বন্দর থেকে ২৫ হাজার ৩৫০ মেট্রিক টন সার নিয়ে সেন্ট ভিনসেন্ট পতাকাবাহী 'এম ভি ঠেটো টোকজ' নামে একটি বিদেশি জাহাজ গত ৪ অক্টোবর মোংলা বন্দরে নোঙর করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর আগে গত ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

মোংলা বন্দরের ট্রানজিট সুবিধা নিয়ে ওই জাহাজের পণ্য নেপালে গেছে। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে আসা এই সার লাইটারেজের (ছোট কার্গো জাহাজ) মাধ্যমে খালাস করে যশোরের নওয়াপাড়ায় নিয়ে যায়। সেখান থেকে এই সার বেনাপোল রুটের মাধ্যমে ভারতের বীরগঞ্জ কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স হয়ে মালবাহী ট্রেনে করে নেপালে রপ্তানি হয়েছে।

চট্টগ্রামের ১৭ প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রাম বন্দরের বে টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প ও নতুন কেনা তিনটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেনের অপারেশন শুরুসহ চট্টগ্রামের ১৭টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ১ নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এসব প্রকল্পসমূহ উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''বর্তমান সরকারের আমলে সারাদেশে ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। দেশের সব সেক্টরের উন্নয়নেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে। চট্টগ্রামে ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন ও পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো। আগামীতে সরকার গঠন করতে পারলে এ অঞ্চলের উন্নয়নে আরও প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে।''

জেলা প্রশাসনের সম্মেলন কক্ষে

অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্সে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার আবদুল মান্নান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর জুলফিকার আজিজ, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ইলিয়াস হোসেনসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উদ্বোধন হওয়া প্রকল্পগুলো হলো–সিটি আউটার রিং রোড প্রকল্প, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের বঙ্গবন্ধু হল, চট্টগ্রাম আদালত চত্বরের স্মৃতিসৌধ, চট্টগ্রাম টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, বাঁশখালি আদালত ভবন, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের নতুন জাহাজ 'বাংলার জয়যাত্রা', রাঙ্গুনিয়া উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি, সীতাকুণ্ড উপজেলা প্রশাসনিক ভবন এবং সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, রাঙ্গুনিয়া ও আনোয়ারা এই চারটি উপজেলার শতভাগ বিদ্যুতায়ন প্রকল্প। এ ছাড়া যে পাঁচটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো–চট্টগ্রাম বন্দরের বে টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, তিনটি কি গ্যান্ট্রি ক্রেন স্থাপন, পটিয়ায় দুগ্ধ খামার স্থাপন, বাঁশখালি ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন এবং সীতাকুণ্ডের গালফ্রা হাবিব লিমিটেডের বিএমআরই প্রকল্প।

বে টার্মিনালের চ্যানেল মার্কিং শুরু

বে টার্মিনালের চ্যানেল মার্কিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এবং ৩০০ মিটার প্রস্থের চ্যানেল ড্রেজিংয়ের কাজও দ্রুত শুরু করা হবে। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে উত্তোলিত বালি দিয়ে টার্মিনালের ইয়ার্ড ও ট্রাক টার্মিনালের জন্য জমি ভরাট করা হবে। আগামী বছরের শুরুতেই টার্মিনালে স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে কর্তৃপক্ষ। চট্টগ্রাম বন্দর বর্তমানে সক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কার্গো ও কনটেইনার পরিবহনের প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেড়েছে। আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে পণ্য পরিবহনের এ প্রবৃদ্ধি বন্দরের সক্ষমতাকে অতিক্রম করবে। তাই ভবিষ্যৎ চাহিদা বিবেচনায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বে টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে বে টার্মিনালে ১২ মিটার ড্রাফট পর্যন্ত যেকোনো দৈর্ঘ্যের জাহাজ ভিড়তে পারবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, এ টার্মিনালে একসাথে ৩৫টি জাহাজ ভিড়তে পারবে। ১২ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়ার সুবিধা দিতে কর্তৃপক্ষ বে টার্মিনালের চ্যানেলের গভীরতা ১৫ মিটারে নিয়ে যেতে চায়। জার্মানির পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলহর্ণ এসইচসিপি ও কেএস জেভি'র দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে চ্যানেল মার্কিং শেষে গভীরতা বাড়ানোর কাজ শুরু হবে।

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারে ভারতের সাথে চুক্তি

চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে পণ্য সরবরাহ করতে সম্প্রতি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৫ অক্টোবর ভারতের রাজধানী দিল্লির একটি পাঁচতারকা হোটেলে সচিব পর্যায়ের 'প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড' শিরোনামের বৈঠকে এই চুক্তিতে সই করেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুস সামাদ ও ভারতের জাহাজ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব গোপাল কৃষ্ণ। এ ছাড়া বৈঠকে কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে আসামের গুয়াহাটি ও জোর হাটের মধ্যে নদীপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়েছে। পাশাপাশি ভারতের চেন্নাই থেকে জাহাজে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার পর্যন্ত পর্যটক নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও চূড়ান্ত হয়েছে এই বৈঠকে।

ভারতের প্রধান আগ্রহ বাংলাদেশের বন্দর ও নদীপথ ব্যবহারের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পণ্য সরবরাহ, যাতে পরিবহনের খরচ কমে যায়। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহারের অনুমতি এক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে তাদের জন্য। নদীপথে নাব্যতা বাড়াতে অভিন্ন নদীগুলো ড্রেজিংয়ের ৮০ শতাংশ ব্যয় বহন করবে ভারত। এসব সিদ্ধান্তের ফলে পারস্পরিক বাণিজ্য সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হবে দুই দেশ। এ ছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশকে কলকাতা ও হলদিয়া বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতকে কী পরিমাণ হ্যান্ডলিং চার্জ ও ট্রানজিট ফি দিতে হবে তা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা এসওপি করার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। নদী ও সমুদ্রপথে পর্যটনের যে পরিকল্পনা হয়েছে তা চূড়ান্ত করতে বেসরকারি ক্রুজ পরিচালকদের সাথে আলোচনা করা হবে বলেও জানিয়েছে নৌপরিবহন সচিব।

বাণিজ্যের ৭২ শতাংশই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমুদ্রপথ, স্থল ও আকাশপথে মোট পৌনে ১২ কোটি টন পণ্য আমদানি রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে ৭২ দশমিক ৪০ শতাংশই পরিবাহিত হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। চট্টগ্রাম ও মোংলা সমুদ্রবন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের তথ্য থেকে আমদানি-রপ্তানির এই চিত্র উঠে এসেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের হিসাব অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে সাড়ে আট কোটি টন পণ্য পরিবাহিত হয়েছে। মোংলা বন্দর দিয়ে পরিবাহিত হয়েছে ৯৭ লাখ টন পণ্য, যা মোট আমদানি-রপ্তানির ৮ দশমিক ২৭ শতাংশ। ১১টি স্থল বন্দর দিয়ে পরিবাহিত হয়েছে ২ কোটি ১১ লাখ টন পণ্য। যা মোট বাণিজ্যের ১৮ শতাংশ। আকাশপথে পরিবাহিত হয়েছে ৩ লাখ ৭০ হাজার টন পণ্য। এ ছাড়া নৌ প্রটোকলের আওতায় ভারতে পণ্য আনা-নেওয়া হয়েছে ১২ লাখ ১৯ হাজার টন।

'ঈগলরেল ওভারহেড কনভিয়্যান্স সিস্টেম' চালুর উদ্যোগ বন্দরে

কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় 'ঈগলরেল ওভারহেড কনভিয়্যান্স সিস্টেম' চালুর উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কনটেইনার মুভমেন্টের পরিমাণ অন্তত ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আমেরিকান কোম্পানি ঈগলরেল কনটেইনার লজেস্টিকস এর শীর্ষ কর্মকর্তারা এরই মধ্যে দুই দফা চট্টগ্রাম বন্দর পর্যবেক্ষণ করেছেন। তারা এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সমীক্ষাও সম্পন্ন করেছেন। দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে ঈগলরেল চালুর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

রিয়ার এডমিরাল পদে পদোন্নতি উপলক্ষে বন্দরের কর্মকর্তাবৃন্দ চেয়ারম্যানকে অভিনন্দন জানান

রিয়ার এডমিরাল হলেন বন্দর চেয়ারম্যান জুলফিকার আজিজ

পদোন্নতি পেলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জুলফিকার আজিজ। তিনি নৌবাহিনীর কমডোর থেকে পদোন্নতি পেয়ে রিয়ার এডমিরাল হয়েছেন। গত ৪ নভেম্বর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এই পদোন্নতির কথা জানানো হয়েছে। প্রথমে কমডোর পদধারী জুলফিকার আজিজকে নৌবাহিনীতে ফেরাতে তার চাকরি সশস্ত্রবাহিনী বিভাগে ন্যস্ত করা হয়। পরে একই আদেশে রিয়ার এডমিরাল হিসেবে জুলফিকার আজিজকে বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

২০১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি থেকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের অর্থনীতির প্রধান গেটওয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রকৌশল) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ, (ই), পিএসসি, বিএন ১৮ অক্টোবর ১৯৬৩ সালে পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নটরডেম কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করার পর ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে ক্যাডেট হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিএসসি তে ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে তিনি মেকাট্রনিক্স এ মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৯২ সালে ভারতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং স্পেশালাইজেশন ডিগ্রি গ্রহণ করেন। তিনি স্টাফ কলেজসহ নৌবাহিনীতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। এ ছাড়াও ২০১৬ সালে আয়ারল্যান্ডে পোর্ট ম্যানেজমেন্টের ওপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পেশাগত জীবনে নৌসদর দপ্তর, বিভিন্ন জাহাজ, ডকইয়ার্ড, খুলনা শিপইয়ার্ড, ডিজিডিপিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

নেওয়া হবে। আমেরিকান এই কোম্পানি বিশ্বের উন্নত দেশের বন্দরগুলোতেও এ প্রযুক্তি সরবরাহ করেছে। প্রযুক্তিটি ক্যাবল কারের মতো। ভূমি থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট ওপরে স্টিল কাঠামোয় ট্র্যাক তৈরি করা হয়। রেললাইনে ট্রেন চলে ট্র্যাকের উপর দিয়ে। কিন্তু ঈগলরেলে নিচের দিকে কনটেইনার ঝুলতে থাকে। ক্যাবল কারের মতো ঈগলরেল কনটেইনারটি টেনে নিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে খালাস করে।

প্রাথমিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে বে টার্মিনাল পর্যন্ত ঈগলরেলের দুইটি ট্র্যাক স্থাপনের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এই দুইটি ট্র্যাক দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার বে টার্মিনালের ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে কনটেইনার ডেলিভারি দেওয়া হবে। ঈগলরেলের মাধ্যমে ঘন্টায় কমপক্ষে তিন শ টিইইউ কনটেইনার মুভমেন্ট সম্ভব হবে।

জাহাজের হুক পয়েন্ট থেকে ডেলিভারি পয়েন্টে কিংবা রিসিভিং পয়েন্ট থেকে জাহাজের হুক পয়েন্টে ঈগল রেলের সাহায্যে কনটেইনার আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা গেলে বন্দরের অভ্যন্তরে কোনো গাড়ি ব্যবহারের প্রয়োজন পড়বে না। বর্তমানে কনটেইনার ও কার্গো পরিবহনের কাজে বন্দরে প্রতিদিন পাঁচ হাজারের বেশি ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, কনটেইনার মুভারসহ বিভিন্ন ধরনের গাড়ি প্রবেশ করছে। এসব অতিরিক্ত গাড়ির কারণে বিমানবন্দর সড়কসমেত নগরীর বিভিন্ন এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব পড়ে পণ্য পরিবহনসহ নাগরিক জীবনযাত্রায়। 'ঈগলরেল ওভারহেড কনভিয়ান্স সিস্টেম' ব্যবস্থা চালু হলে পণ্য সরবরাহে গতি আসার পাশাপাশি বন্দরকেন্দ্রিক যানজট নিরসন হবে।

বঙ্গোপসাগরে তেল খালাসের এসপিএম তৈরির কাজ শুরু এ বছরেই

আমদানি করা জ্বালানি তেল লাইটারিংয়ের ব্যয় সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের মহেশখালি দ্বীপের পশ্চিম পাশে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) স্থাপনের জন্য নকশা তৈরি করা হচ্ছে। 'এসপিএম উইথ ডাবল পাইপলাইন' প্রকল্পের আওতায় নকশা তৈরির কাজ করছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন।

আমদানি করা জ্বালানি তেল নিয়ে আসে বড় বড় মাদার ট্যাংকার। বঙ্গোপসাগরে কুতুবদিয়ার কাছে এসব মাদার ট্যাংকার নোঙর করে। সেখান থেকে ছোট ছোট ট্যাংকার গিয়ে জ্বালানি খালাস করে নিয়ে আসে। এই লাইটারিং বেশ সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। এভাবে এক লাখ টন জ্বালানি লাইটারে করে নিয়ে আসতে সময় লাগে প্রায় ১১ দিন। এসপিএম স্থাপিত হলে সেখানে এক লাখ টন খালাসে সময় লাগবে দুই দিন। ট্যাংকার থেকে জ্বালানি সরাসরি পাম্প করা হবে এসপিএম এ। সেখান থেকে গিয়ে জমা হবে স্টোরেজ ট্যাংকে। পরবর্তীতে তা পাম্পিং করে নিয়ে আসা হবে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে। এতে প্রতি বছর শুধুমাত্র লাইটারিংয়ে সাশ্রয় হবে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক সমীক্ষা করা হয়েছিল ২০১০ সালে। তখন এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ১২৯ মিলিয়ন ডলার। পরবর্তীতে নতুনভাবে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৪৩ মিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে চীনের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে ৪২৩ মিলিয়ন ডলার। বাকি টাকা দেবে সরকার এবং বিপিসি। ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় মহেশখালি এলাকায় প্রতিটি ৫০ হাজার ঘনমিটার ধারণক্ষমতার তিনটি ক্রুড অয়েল স্টোরেজ ট্যাংক এবং প্রতিটি ৩০ হাজার ঘনমিটার ধারণক্ষমতার তিনটি ডিজেল স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন করা হবে। অফশোর ও অনশোর পাইপলাইন স্থাপন করা হবে ২২০ কিলোমিটার। মহেশখালি থেকে আনোয়ারা হয়ে কর্ণফুলী ও পটিয়া পর্যন্ত আসবে এই পাইপলাইন।

বঙ্গবন্ধু শিল্পনগরী সমুদ্রবন্দরে বিনিয়োগ করবে জাপান

চট্টগ্রামের মিরসরাইতে নির্মাণাধীন দেশের সর্ববৃহৎ শিল্পাঞ্চল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরীর উপকূলে নতুন সমুদ্রবন্দর ও শিল্প পার্ক নির্মাণ করবে বাংলাদেশ ও জাপানের শিল্পজোট (কনসোর্টিয়াম)। এ জোটকে এক হাজার একর জমি ইজারা দিচ্ছে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)। এই শিল্পনগরী পুরোদমে চালু হলে দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের বড় অংশ সেখানে উৎপাদিত হবে। এসব শিল্পের কাঁচামাল ও পণ্য সমুদ্রপথে পরিবহনের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে এ বন্দর স্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশের এনার্জিপ্যাক, জাপানভিত্তিক সজিত করপোরেশন এবং জাপান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট সম্মিলিতভাবে এ কনসোর্টিয়াম গঠন করেছে। গত ২০ অক্টোবর রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে জমি ইজারা বিষয়ে বেজা'র সঙ্গে নবগঠিত এই কনসোর্টিয়াম একটি

ছবিতে সংবাদ

নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান গত ১৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বন্দর চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন।

গত ২২ নভেম্বর নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবদুস সামাদ সিতাকুণ্ড টার্মিনাল, বে টার্মিনাল ও মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্প নগরের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ তার সাথে ছিলেন।

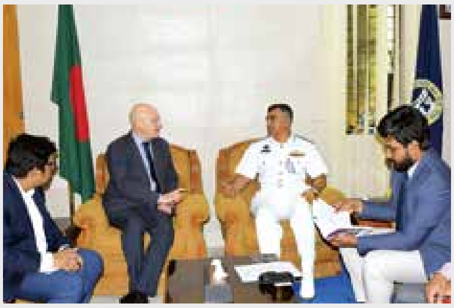

'ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট' এর প্রতিনিধিদল গত ৪ নভেম্বর চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজের সাথে বৈঠক করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত ড. রেঁনে হোলেনস্টাইন চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনকালে বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

ইউএস কোস্ট গার্ডের প্রতিনিধিদল গত ১৮ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা বন্দরের নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখেন।

সমঝোতা স্মারক চুক্তি (এমওইউ) স্বাক্ষর করে। বেজা'র নির্বাহী সদস্য মো. হারুনুর রশীদ এবং সজিত করপোরেশনের কর্মকর্তা কেন কুরিবায়েশি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে এই কনসোর্টিয়াম প্রাথমিকভাবে ৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। বাণিজ্যিক জেটি এবং শিল্প পার্ক স্থাপনের কাজ শেষ হলে এক লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বাণিজ্যিক এ বন্দরে বড় জাহাজ চলাচলের জন্য ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে সমুদ্রের গভীরতা ১০ মিটার করা হবে, যাতে ৪০ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ সরাসরি জেটিতে ভিড়তে পারে। এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা শেষে ৪০ মাসের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন করা হবে।

এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) আবুল কালাম আজাদ। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বেজা'র নির্বাহী চেয়ারম্যান পবন চৌধুরী, নৌসচিব মো. আবদুস সামাদ, জাইকা বাংলাদেশের প্রধান প্রতিনিধি হিতোশি হিরাতা ও জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরুয়াসু ইজুমি উপস্থিত ছিলেন।

এনসিটিতে ভিড়ছে গিয়ারলেস জাহাজ

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে (এনসিটি) পণ্য ওঠানামায় ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্র 'কি গ্যান্ট্রি ক্রেন' যুক্ত হওয়ায় এখন সেখানে গিয়ারলেস জাহাজ ভিড়ছে। বন্দরে নতুন আসা তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন এই টার্মিনালের ৩ নম্বর জেটিতে যুক্ত করা হয়েছে। দুইদিন পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য হ্যান্ডলিং শেষে গ্যান্ট্রি ক্রেনগুলো এখন পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। গিয়ারলেস বা ক্রেনবিহীন জাহাজ ভিড়ানোর উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে বন্দর তহবিল থেকে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছিল এনসিটি। কিন্তু গ্যান্ট্রি ক্রেন না থাকায় এতদিন এই টার্মিনালে শুধু ক্রেনযুক্ত কনটেইনার জাহাজ ভিড়ানো হতো। টার্মিনাল নির্মাণের পর প্রথমবারের মতো গত ৩ অক্টোবর গিয়ারলেস বা ক্রেনবিহীন জাহাজ ভিড়েছে এই টার্মিনালের জেটিতে। গিয়ারলেস বা ক্রেনবিহীন কনটেইনার জাহাজ ভিড়তে পারায়, এনসিটিতে আগের চেয়ে ৩০০ কনটেইনার বেশি পরিবহন করা সম্ভব হবে।

বন্দরের ইয়ার্ড থেকে পণ্য খালাসের মেয়াদ বৃদ্ধি

আমদানিকৃত ৩৭ ধরনের পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ড থেকে খালাসের মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বেসরকারি আইসিডিগুলোর পাশাপাশি বন্দর ইয়ার্ড থেকেও এসব পণ্য বোঝাই কনটেইনার খালাস করা যাবে। গত ২৪ অক্টোবর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এমনটি জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত চাল, ডাল, ছোলা, পশুখাদ্য ও তুলাসহ ৩৭ ধরনের পণ্য বোঝাই কনটেইনার চট্টগ্রাম বন্দরের পরিবর্তে বেসরকারি আইসিডি থেকে খালাস করা হচ্ছিল। তবে আমদানি পণ্যের চাপ বিবেচনায় কয়েক মাস আগে এসব পণ্য আইসিডির পাশাপাশি চট্টগ্রাম বন্দর থেকেও ডেলিভারির কার্যক্রম চালু করা হয়। অক্টোবরে এ সুযোগ বন্ধ করে দেওয়ার কথা থাকলেও চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম গত ১৫ অক্টোবর চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের কমিশনারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে এ সুযোগ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর অনুরোধ করেন। চেম্বার সভাপতির অনুরোধের প্রেক্ষিতে কাস্টম কমিশনার মেয়াদ বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

বন্দরে ৩০ বছরের অধিক পুরানো জাহাজ আগমন কমেছে

নৌবাণিজ্য অধিদপ্তরের তদারকির কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩০ বছরের অধিক পুরোনো জাহাজ আগমনের সংখ্যা কমেছে। বেড়েছে অপেক্ষাকৃত নতুন জাহাজ আগমনের সংখ্যা। এর আগে ৩০ বছরের পুরোনো জাহাজ অনায়াসে পণ্য নিয়ে বন্দরের জেটিতে ঢোকার সুযোগ পেত। এসব জাহাজের পুরোনো যন্ত্রপাতির কারণে বন্দরে পণ্য ওঠানামার গতি কমে আসে, এতে জাহাজ দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বন্দরের প্রবেশপথ বা চ্যানেলে প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কাও তৈরি হয়।

গত কয়েক বছর ধরে জাহাজগুলো জেটিতে ভিড়ার পর সেগুলোর মান তদারকি করছে সরকারের নৌবাণিজ্য অধিদপ্তর। এতে বেশ সুফলও মিলছে। নৌবাণিজ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত তিন বছরে মানসম্পন্ন নয় এমন সাতটি পণ্যবাহী জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে আসার পর আটক করা হয়েছে। এসব জাহাজ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী চলাচলের উপযোগী ছিল না। ২০১৫ সালে এ ধরনের জাহাজ আটকের সংখ্যা ছিল পাঁচটি, ২০১৬-২০১৭ সালে দুইটি এবং ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আটক হয়েছে একটি জাহাজ। এক বছর আগে তৈরি সম্পূর্ণ নতুন জাহাজও এখন পণ্য নিয়ে বন্দরের জেটিতে ভিড়ছে। নতুন জাহাজ আসা শতভাগ নিশ্চিত করতে পারলে বন্দরের পণ্য ওঠানামার গতি আরও বাড়বে, রক্ষা পাবে পরিবেশও।

'উন্নয়ন রোডম্যাপ-চট্টগ্রাম বিভাগ' শীর্ষক সেমিনার

চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা আরও বাড়লে দেশের আমদানি-রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান। গত ১৫ অক্টোবর 'উন্নয়ন রোডম্যাপ– চট্টগ্রাম বিভাগ' শীর্ষক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন। চট্টগ্রামে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বঙ্গবন্ধু কনফারেন্স হলে ভিশন ২০২১ ও ২০৪১-এর আলোকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপকমিটি চট্টগ্রাম চেম্বারের সহযোগিতায় এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

ড. মশিউর রহমান বলেন, "চট্টগ্রাম বন্দর যদি ঠিকভাবে কাজ না করে তবে আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হবে। এ ছাড়া পণ্য পরিবহনে গতি আনতে রাজধানীর সাথে সারাদেশের ভালো যোগাযোগব্যবস্থা থাকাও জরুরি।"

চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে ও আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদক সাংসদ টিপু মুন্সীর সঞ্চালনায় সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন সাংসদ শামসুল হক চৌধুরী, বিজিএমইএ এর সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাছিরসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ। সেমিনারে 'রোডম্যাপ ফর ডেভেলপমেন্ট: প্রমোটিং সাসটেইনেবল গ্রোথ অব বাংলাদেশ' শীর্ষক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের চেয়ারম্যান ড. মো. সেলিম উদ্দিন।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার বাণিজ্য বাড়াতে সিতওয়েতে নতুন বন্দরের প্রস্তাব

মিয়ানমারের ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে এক বৈঠকে রাখাইন প্রদেশের চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান উ তিন অং যু সিতওয়েতে একটি নতুন বন্দর নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ২০,০০০ টন ধারণক্ষমতার জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতাসম্পন্ন বন্দরটি

স্বাগত

পর্ষদ সদস্য (হারবার ও মেরিন) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শফিউল বারী

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নতুন পর্ষদ সদস্য হিসেবে গত ১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বন্দরে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শফিউল বারী (এনডি), পিএসসি, বিএন। তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষের পূর্বতন সদস্য কমডোর শাহীন রহমান (জি) এনইউপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন এর স্থলাভিষিক্ত হলেন।

ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শফিউল বারী ১৯৯০ সালে ক্যাডেট হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যোগদান করে ১৯৯২ সালে এক্সিকিউটিভ শাখায় কমিশন লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি পাকিস্তানের পিএনএস বাহাদুর থেকে নেভিগেশন অ্যান্ড ডিরেকশনের ওপর বিশেষায়িত কোর্স করেন। ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ (ডিএসসিএসসি) হতে পিএসসি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন, পরবর্তীতে তিনি ভারতের উইলিংটনে অবস্থিত মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটির আওতাধীন ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ থেকে এমডিএস (মাস্টার্স ইন ডিফেন্স স্টাডি) ডিগ্রি অর্জন করেন।

বন্দরের নতুন পর্ষদ সদস্য ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শফিউল বারী বানৌজা আবু বকরসহ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সর্বমোট সাতটি জাহাজে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর সমুদ্রে অতিবাহিত করেছেন। এ সময় জাহাজ চলাচল ও সমুদ্র বিষয়ক বিশদ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তিনি। নৌবাহিনীতে ২৮ বছর চাকুরিকালীন সময়ে তিনি কমান্ড, স্টাফ এবং ইনস্ট্রাকশনাল দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। নৌসদর দপ্তর ও আঞ্চলিক সদর দপ্তরসমূহে বিভিন্ন সময়ে তিনি স্টাফ অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ আর্মড ফোর্সেস এর গুরুত্বপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজে ডিরেক্টিং স্টাফ এবং সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর (নেভি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসর সময়ে তিনি পরিবারের সাথে সময় কাটাতে এবং গলফ খেলতে ভালোবাসেন। একজন শৌখিন গলফার হলেও এ খেলায় তার যথেষ্ট পারদর্শিতা রয়েছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে নির্মাণ করা হবে। রাখাইন প্রদেশের বাণিজ্য বাড়াতে তিনি এ প্রস্তাব দিয়েছেন। বর্তমানে একমাত্র সিতওয়ে বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মধ্যকার বাণিজ্য সম্পাদিত হয়। গত পাঁচ বছরে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়লেও সিতওয়ে বন্দরের সক্ষমতা বাড়ানো হয়নি।

কর্ণফুলীতে ১০ কিলোমিটার ড্রেজিং করবে পাউবো

কর্ণফুলী নদীর চন্দ্রঘোনা ফেরিঘাট থেকে বেতাগী পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার ড্রেজিং করবে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো)। প্রায় দুই শ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ড্রেজিং প্রকল্পের কাজ শুরু হবে আগামী জানুয়ারিতে। একই সঙ্গে ইছামতি নদীতেও ছয় কিলোমিটার ড্রেজিং করা হবে।

চট্টগ্রাম বন্দরের পর পানি উন্নয়ন বোর্ড এবারই প্রথমবারের মতো কর্ণফুলী ড্রেজিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছে। কর্ণফুলী নদীর শিলক, সরফভাটা, বেতাগী, বোয়ালখালীর শ্রীপুর-খরণদ্বীপ এবং চরণদ্বীপ অংশে নতুন নতুন চর জেগে ওঠে। এতে নদীর নাব্যতা কমে নৌযান চলাচল ব্যাহত হয়। জোয়ারের সময় নৌকা চলাচল করলেও ভাটার সময় চরে আটকে যায়। আবার নদীর বিভিন্ন অংশে ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করেছে। নদী ভাঙনে শত শত ঘরবাড়ি, ফসলি জমি, ক্ষেত-খামার ও নানা স্থাপনা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। প্রতি বর্ষাতেই নতুন নতুন এলাকা গ্রাস করছে কর্ণফুলী। নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণেই এরকম ঘটছে। একনেকের সভায় ৩৯৮ কোটি টাকার প্রকল্পটি পাস হয়েছে। এর অর্ধেক টাকা ব্যয় হবে ড্রেজিংয়ের কাজে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মেনে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিটি প্রকল্পে এখন ড্রেজিং কাজ যুক্ত থাকছে।

ঘূর্ণিঝড় 'তিতলি'র প্রভাবে বহির্নোঙরে পণ্য খালাস ব্যাহত

ঘূর্ণিঝড় 'তিতলি'র প্রভাবে ১১-১৪ অক্টোবর চারদিন বন্ধের পর পঞ্চম দিনে পুরোদমে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পণ্য খালাস শুরু হয়েছে। ঝড়ো হাওয়ায় সাগর উত্তাল থাকায় এ চারদিন চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পণ্য খালাস বন্ধ ছিল। তিতলি আঘাত হানার আগে ৬০টি লাইটার জাহাজ বরাদ্দ দিয়েছিল ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট সেল। বৈরী আবহাওয়ার কারণে বহির্নোঙরে বড় জাহাজ থেকে ছোট জাহাজে খোলা পণ্য (বাল্ক কার্গো) খালাস কয়েকদিন ব্যাহত হলেও বন্দরের মূল জেটিতে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের কাজ স্বাভাবিক ছিল। ভারী বৃষ্টি কিংবা সাগর উত্তাল থাকলে বহির্নোঙরে খোলা পণ্য (বাল্ক কার্গো) বিশেষ করে খাদ্যশস্য, সার ইত্যাদি ভিজে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় পণ্য খালাস বন্ধ রাখা হয়।

কলকাতা-চট্টগ্রাম বাণিজ্য পথে তৃতীয় যাত্রা সম্পন্ন করল সি-ওয়েজ

ইন্দো-বাংলা কোস্টাল শিপিং বাণিজ্য চুক্তির অধীনে সি-ওয়েজ শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক লিমিটেড কলকাতা-চট্টগ্রাম রুটে পণ্য নিয়ে তিনটি যাত্রা সম্পন্ন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির এমভি হারবার ১ নামের জাহাজ ১৭৪ টিইইউ কনটেইনার নিয়ে গত ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতা বন্দর ত্যাগ করে এবং ২৮ সেপ্টেম্বর নিরাপদে চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে নোঙর করে। এরপর এক কর্মদিবসের মধ্যেই পণ্য খালাস এবং বোঝাই শেষে জাহাজটি ১৪৩ টিইইউ সাধারণ পণ্যভর্তি কনটেইনার নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ফেরত যায়।

ইন্দো-বাংলা সম্পৃক্ততা বাড়ছে

সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের সহায়তায় হওয়া দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে। প্রকল্প দুটি হলো-ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী পাইপলাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী-জয়দেবপুর রেলওয়ে প্রকল্প। এর আগে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা আন্তঃআঞ্চলিক সম্পর্ক বাড়াতে ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলোর জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজেল সরবরাহ করা হবে। যা এখন নুমালিগড় শোধনাগার থেকে আন্তঃসীমান্ত ট্রেনের মাধ্যমে পরিবাহিত হচ্ছে। ২০০৮ সালে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত ভারত লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় বাংলাদেশকে ৮ বিলিয়ন আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। এটি ঢাকা-দিল্লী ক্রমবর্ধমান উষ্ণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে বাংলাদেশ-নেপাল সম্মতি

পারস্পরিক বিনিয়োগের ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষীক বাণিজ্য বাড়াতে বাংলাদেশ ও নেপাল সম্মত হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নেও দেশ দুটি একযোগে কাজ করবে। বাংলাদেশ নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে চায়, এই মর্মে খুব শিগগিরই দুই দেশের মাঝে একটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেপালকে বাংলাদেশের

ছবিতে সংবাদ

চট্টগ্রামে '৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৪-৬ অক্টোবর। প্রতিবারের মতো এবারেও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ মেলায় অংশগ্রহণ করে।

গত ৬ নভেম্বর বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার সিনিয়র ট্রেড কমিশনার করিনে প্যাট্রিসর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনে আসেন। এ সময় তিনি পর্ষদ সদস্য (পরিকল্পনা ও প্রশাসন) জাফর আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

গত ১৪ নভেম্বর চবক চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ বন্দর উত্তর আবাসিক এলাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন করেন।

গত ২২ অক্টোবর ব্লু ইকোনমি সেলের প্রতিনিধিদল চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেন। পরে তারা বন্দরের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিনে ঘুরে দেখেন।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণার্থী অফিসারগণ গত ৩০ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শনকালে বন্দরের ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে বন্দরের পর্ষদ সদস্য (হারবার ও মেরিন) ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শফিউল বারী তাদের বন্দরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

হালিশহর ও দক্ষিণ হালিশহরের জমির দখল জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা বন্দর কর্তৃপক্ষের পর্ষদ সদস্য কমোডর খন্দকার আক্তার হোসেন ও উপ-ব্যবস্থাপক (ভূমি) জিল্লুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমির দখল বুঝিয়ে দেন

সমুদ্রবন্দর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে। একইসাথে তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কাঠমান্ডুকে সহায়তা প্রদানের আশ্বাসও দিয়েছেন।

বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৬৭ একর জমি বুঝে পেল বন্দর কর্তৃপক্ষ

প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৬৭ একর জমি বুঝে পেল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। গত ৩০ অক্টোবর হালিশহর ও দক্ষিণ হালিশহরের তিনটি মৌজায় অবস্থিত এই জমির দখল হস্তান্তর করা হয়। জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা নৃপতি শীল বন্দর কর্তৃপক্ষের উপব্যবস্থাপক (ভূমি) জিল্লুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমির দখল বুঝিয়ে দেন। এ সময় বন্দরের পর্ষদ সদস্য কমডোর খন্দকার আক্তার হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন "জমি হস্তান্তরের মাধ্যমে বহুল আকাঙ্ক্ষিত বে টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শুরু হলো। বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার ফলে দ্রুততম সময়ে এটি করা সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা ইয়ার্ড নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ শুরু করব।" জমি অধিগ্রহণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্দর কর্তৃপক্ষের উপসচিব মোহাম্মদ আজিজুল মওলা, আইন কর্মকর্তা মুনতাসির আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী রাফিউল আলমসহ বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

এর আগে গত ১১ সেপ্টেম্বর ব্যক্তিমালিকানাধীন ৬৭ একর জমি অধিগ্রহণ বাবদ জেলা প্রশাসনকে ৩৫২ কোটি ৬২ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান। এ জমি ছাড়াও আরও ৮২০ একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলছে। চলতি বছরের মধ্যে এ প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে আশা করছে কর্তৃপক্ষ।

জাহাজ নোঙরে নতুন নিয়ম বহির্নোঙরে

চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে পণ্যবাহী জাহাজ ভিড়ার ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। এই নিয়মে বন্দর জলসীমায় আসা যেকোনো পণ্যবাহী জাহাজকেই নোঙর করার পূর্বে বন্দরকে অবহিত করতে হবে। এর ফলে সাগরে জাহাজের দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে, পাশপাশি বহির্নোঙর আরও নিরাপদ হবে ।

কয়েক বছর ধরে বন্দর জলসীমায় জাহাজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু বন্দরের নোঙর এলাকা আছে মাত্র তিনটি। এর মধ্যে 'আলফা অ্যাংকরেজ'- এ সাগরের গভীরতা বেশি থাকায় সব জাহাজের ক্যাপ্টেন সেখানে জাহাজ নোঙর করতে আগ্রহী। ফলে বিচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতায় এলোপাতাড়ি জাহাজ নোঙর করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় নতুন এ নিয়ম চালু করা হয়েছে।

এই নিয়ম চালুর ফলে চট্টগ্রাম বন্দর এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমুদ্র বন্দরের বহির্নোঙরে নির্ধারিত অ্যাংকরেজে জাহাজ নোঙরের নিয়ম চালু আছে। বিভিন্ন দেশে ট্রানজিট দেওয়ার ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজের চাপ আরও বাড়বে তখন এই পদ্ধতি বেশ সুফল দিবে।

৪৮ ঘণ্টায় ২১৮১ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের রেকর্ড এনসিটিতে

গ্যান্ট্রি ক্রেনসহ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজনের সুফল পেতে শুরু করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালে (এনসিটি) নতুন গ্যান্ট্রি ক্রেন যুক্ত হওয়ার পর ৪৮ ঘণ্টায় একটি গিয়ারলেস জাহাজের ২,১৮১ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হয়েছে এই টার্মিনালের জেটিতে। গত ১৯ নভেম্বর গিয়ারলেস জাহাজ 'ক্যারোলিনা ট্রেডার' নোঙর করে এনসিটিতে। একযোগে তিনটি গ্যান্ট্রি ক্রেন দিয়ে ২,১৮১ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে গেছে জাহাজটি। আগে এই সংখ্যক কনটেইনার ওঠানামায় সময় লাগতো কমপক্ষে ৭২ ঘণ্টা। গ্যান্ট্রি ক্রেন ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ।

আগে চট্টগ্রাম বন্দরে গ্যান্ট্রি ক্রেনের সংখ্যা ছিল মাত্র চারটি। সেগুলো সবই ছিল বন্দরের চট্টগ্রাম কনটেইনার টার্মিনালের (সিসিটি) দখলে। চলতি বছরে দু'দফায় কেনা ছয়টি গ্যান্ট্রি ক্রেন এনসিটিতে সংযোজন করা হয়েছে। ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩২ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং করার ক্ষমতা রয়েছে প্রতিটির। নতুন ক্রেন যুক্ত হওয়ার ফলে বন্দরে কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা বেড়েছে। কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্দরে জাহাজের অবস্থানকাল কমে এসেছে।

পরিবহন ধর্মঘটে ৪৮ ঘন্টা পণ্য পরিবহন ব্যাহত

টানা ৪৮ ঘণ্টার পরিবহন ধর্মঘটের কারণে প্রায় বন্ধ ছিল বন্দরের কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং। ২৮ অক্টোবর সকাল থেকে ৪৮ ঘন্টা বন্ধ থাকার পর ৩০ অক্টোবর সকাল থেকে পুনরায় পণ্য খালাস শুরু হয়। বন্দরে টানা কাজ বন্ধ থাকার ধকল সামাল দিতে কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শ্রমিকদের কর্মবিরতির কারণে বন্দরে কনটেইনারবাহী প্রাইম মুভার, পণ্যবাহী কাভার্ড ভ্যান ও ট্রাক চলাচল বন্ধ থাকায় কার্যত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এতে বন্দরের ইয়ার্ডে কনটেইনার জট সৃষ্টি হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রস্তুতি থাকলেও পরিবহন শ্রমিকেরা কাজ না করায় কনটেইনার ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব হয়নি।

বে টার্মিনাল নির্মাণে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলোর আগ্রহ

চট্টগ্রাম বন্দরের সবচেয়ে বড় প্রকল্প বে টার্মিনাল নির্মাণে বিশ্বের খ্যাতনামা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এখন পর্যন্ত চীনের চায়না মার্চেন্টস পোর্ট হোল্ডিংস কোম্পানি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ড, সিঙ্গাপুরের পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল, ডেনমার্কের এপিএম টার্মিনালস, ভারতের আদানি পোর্টস, দক্ষিণ কোরিয়ার হুন্দাই গ্রুপ এবং ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন বে টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে। সরকারের নির্দেশনা ও প্রস্তাবনা যাচাই-বাছাই শেষে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চীনের চায়না মার্চেন্টস পোর্ট হোল্ডিংস কোম্পানি ২০১৭ সালের মে মাসে জিটুজি পদ্ধতিতে বে টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। পাশাপাশি তারা বিল্ড অপারেটর অ্যান্ড ট্রান্সফার (বিওটি) পদ্ধতিতে প্রকল্প নির্মাণ এবং ৫০ বছরের জন্য কনসেশন চুক্তি করার আগ্রহ দেখায়। এই প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে দুই বিলিয়ন ডলার। অপরদিকে, সিঙ্গাপুর ভিত্তিক পিএসএ ইন্টারন্যাশনাল বে টার্মিনাল নির্মাণের চেয়ে পরিচালনায় আগ্রহ দেখিয়েছে। তারা বলেছে, এককভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দীর্ঘমেয়াদে চুক্তি করবে। যৌথ পরিচালনায়ও আগ্রহী প্রতিষ্ঠানটি। তবে ব্রেক ওয়াটার ও ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ে তারা আগ্রহী নয়। এ ছাড়া ডিপি ওয়ার্ল্ড ও এপিএম টার্মিনালস বিওটি পদ্ধতিতে টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়ার পাশাপাশি টার্মিনাল পরিচালনায়ও আগ্রহ দেখিয়েছে। কোরিয়ান প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল পোর্ট ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন পূর্ণাঙ্গ পোর্ট নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে। ইতিমধ্যে তারা প্রাক-সম্ভাবতা যাচাইয়ের কাজও করেছে। তারা প্রকল্পটি কনসেশন লোন পদ্ধতিতে করতে ইচ্ছুক।

বেসরকারি এসব প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বে টার্মিনাল প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের আগ্রহ দেখিয়েছে ভারত। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দুই দশমিক এক বিলিয়ন ডলারের যে ঋণচুক্তি হয়েছে সে চুক্তিতে বে টার্মিনাল নির্মাণে বিনিয়োগের ব্যাপারে একটি দফা যুক্ত করা হয়েছে।

রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ

গত অর্থবছরে বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপি'র ৩১ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। দেশটিতে অবকাঠামোগত খাতে চলমান বৃহৎ প্রকল্পগুলোর কারণে এই রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ হয়েছে। বাংলাদেশ স্ট্যাটিস্টিক ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের পরিমাণ ৩১ দশমিক ২৩ শতাংশ যা আগের অর্থবছরে ছিল ৩০ দশমিক ৫১ শতাংশ। গত দশ বছর ধরে বিনিয়োগের এই অনুপাত ২৭ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। গত দুই বছরে দেশটিতে বেসরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে জিডিপির দশমিক তিন শতাংশ এবং ও সরকারি বিনিয়োগ বেড়েছে এক দশমিক তিন শতাংশ।

২০১৭ ও ২০১৮ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের তুলনামূলক চিত্র

কনটেইনার হ্যান্ডলিং

FINANCIAL YEAR	NO OF CONT. S,VESS	STATUS WISE IMPORT CONT.						I M P O R T			STATUS WISE EXPORT CONT .						E X P O R T			HANDLING		
		FCL		LCL		EMPTY		CONTAINERS WITH M/TONS			FCL		LCL		EMPTY		CONTAINERS WITH M/TONS			(IMPORT + EXPORT)		
		20'	40'	20'	40'	20'	40'	BOXES	TEUS	M/TONS	20'	40'	20'	40'	20'	40'	BOXES	TEUS	M/TONS	BOXES	TEUS	M/TONS
October'18	128	39125	33443	269	2196	239	802	76074	112515	1586010	6873	21836	0	0	36935	16302	81946	120084	546161	158020	232599	2132171
October'17	136	40512	33659	288	1769	462	1164	77854	114446	1637895	7816	21619	0	0	36537	17189	83161	121969	601811	161015	236415	2239706
November'18	135	42136	39939	290	2250	225	1199	86039	129427	1670066	7560	24404	0	0	36565	16831	85360	126595	562633	171399	256022	2232699
November'17	139	44115	32661	323	2145	488	543	80275	115624	1802300	7773	22091	0	0	35376	14606	79846	116543	582861	160121	232167	2385161

পণ্যওয়ারি রপ্তানি কার্গো (মেট্রিক টনে)

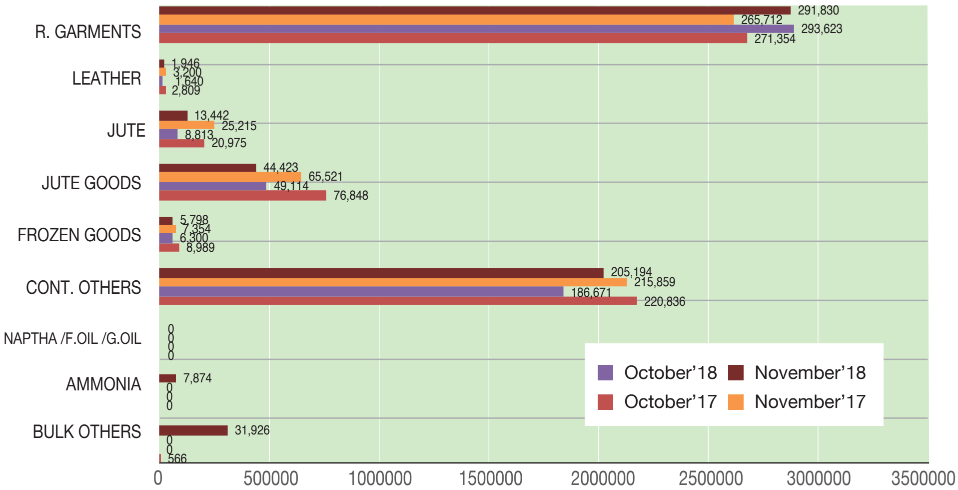

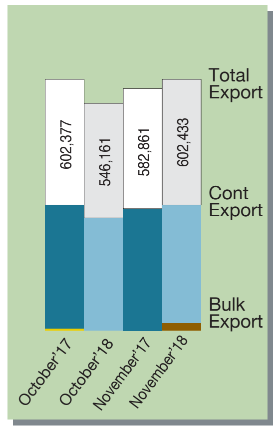

পণ্যওয়ারি আমদানি কার্গো (মেট্রিক টনে)

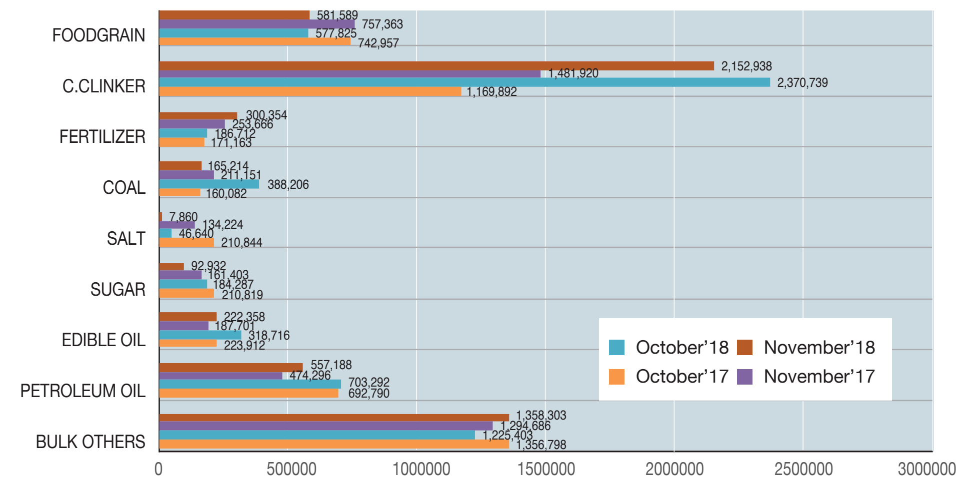

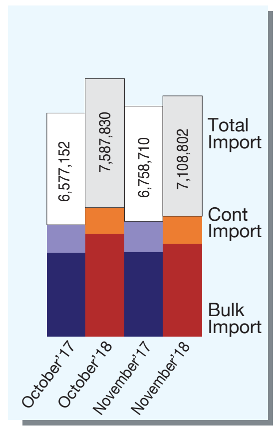

আর্থিক প্রতিবেদন

FINANCIAL YEAR	REVENUE INCOME	REVENUE EXPENDITURE	REVENUE SURPLUS	INCOME TAX *(COLLECTED FROM SUPPLIERS, CONTRACTORS)*	VAT *(COLLECTED FROM SUPPLIERS, CONTRACTORS)*	VAT FROM AUTHORITIES INCOME
October 2017	220.17	103.43	116.74	4.38	4.00	23.63
October 2018	255.52	121.39	134.13	4.52	4.90	30.98
November 2017	233.02	88.46	144.56	4.78	4.74	24.72
November 2018	223.01	118.90	104.11	5.22	6.48	26.24

তথ্যযোগ: ১. মোহাম্মদ রিজুয়ান, টার্মিনাল অফিসার, ট্রাফিক বিভাগ
২. মো. কামরুল আহসান, হিসাব সহকারী, অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বন্দরবার্তা-য় লিখুন

প্রিয় পাঠক, আপনাদের অংশগ্রহণ আর মতামতের ভিত্তিতেই ক্রমে বেড়ে উঠবে বন্দরবার্তা। এখানে আমরা তুলে ধরতে চাই আপনাদের সব ধরনের উপদেশ, পরামর্শ এবং মূল্যবান মতামত। বন্দরবার্তায় বিষয়বস্তু হিসেবে আরও কী কী দেখতে চান, তার অঙ্গসজ্জা কেমন হলে ভালো হয় ইত্যাদি বিষয়ে আপনার কথা লিখে সম্পাদক বরাবর আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। বাছাই করা লেখা ও চিঠি নিয়মিত প্রকাশ হবে আমাদের মুখপত্রে।

আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা: বন্দরবার্তা, বন্দরভবন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯, ০১৭০৯৩৭১৯৮১
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

BANDARBARTA
a monthly publication by
Chittagong Port Authority